রাঁচি, সোমবার
16:10:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>016 >>28 Ashwin 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০১৬ >> << ২৮শে, আশ্বিণ ১৪৩০>>

স্কুলে ছুরিকাঘাতে শিক্ষককে হত্যার সঙ্গে ইসলামি চরমপন্থার যোগসূত্র পেয়েছে ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষ

প্যারিস : কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলে, চেচেন বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি শুক্রবার তার সাবেক হাইস্কুলের এক শিক্ষককে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে। এই হামলায় আহত হয়েছেন আরো তিন জন। ইসলামী উগ্রবাদে জড়িত সন্দেহে, এই ব্যক্তিকে আগে থেকেই ফ্রান্সের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা নজরদারিতে রেখেছিলো। ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে, ফ্রান্স তার হুমকি সংশ্লিষ্ট সতর্কতা সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে। আর, সন্ত্রাসবিরোধী প্রসিকিউটররা এই হামলার তদন্ত শুরু করেছেন। এ ঘটনার প্রায় তিন বছর আগে, প্যারিসের একটি স্কুলের কাছে স্যামুয়েল প্যাটি নামে আরেক শিক্ষকের শিরশ্ছেদ করেছিলো চেচেন বংশোদ্ভূত উগ্রবাদীরা। ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এপিকে জানিয়েছে, ইসলামিক উগ্রবাদে যুক্ত সন্দেহে, এই সন্দেহভাজন হামলাকারীকে গত গ্রীষ্ম থেকে নজরদারিতে রাখা হয়েছিলো। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেরাল্ড দারমানিন বলেছেন, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে তার ফোন কল পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বৃহস্পতিবার তাকে আটক করা হয়েছে। তবে সে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে তদন্তকারীরা কোনো আলামত পাননি। মন্ত্রী বলেন, ফরাসি গোয়েন্দারা মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তির হামলার সিদ্ধান্তের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পেয়েছে।

বাজার দর

SENSEX : 66272.74 -125.65
NIFTY : 19751.05 -42.96

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
30.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .22 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .45 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,760 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 55,420 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 73,100 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে সাইনাইতে প্রবেশের অনুমতি দিতে বিরোধিতা করছে মিশর

মিশরঃ মিশর তার উত্তরের গাজা সীমান্ত দিয়ে, বিপুল সংখ্যক সম্ভাব্য ফিলিস্তিনি শরণার্থীকে গ্রহণ করতে হতে পারে বলে ধারণা করছে।এমন পরিস্থিতিতে, মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আলসিসি গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের সাইনাইতে পুনর্বাসনের অনুমতি দেয়ার বিষয়ে তার দেশের দীর্ঘদিনের বিরোধিতার নীতি পুনরুল্লেখ করেছেন। মিশর ও ইসরাইল, হামাস নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে আটকা পড়া আমেরিকার নাগরিকদের চলে যাওয়ার অনুমতি দিতে, গাজা ও মিশরীয় ভূখণ্ডের মধ্যে রাফাহ সীমান্তপথ খুলে দিতে সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে। ইসরাইল গাজা জুড়ে সামরিক অভিযান চালাচ্ছে। এমন অবস্থায়, গাজার বাসিন্দাদের মিশরে প্রবেশের বিষয়ে কোনো চুক্তি নেই। বৃহস্পতিবার সিসি জোর দিয়ে বলেন, ফিলিস্তিনিদের অবশ্যই তাদের গাজা ছাড়তে বাধ্য করার প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে হবে। তিনি বলেন, ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ সকল আরব দেশের প্রাধান্যের তালিকায় রয়েছে। তাই, ফিলিস্তিনিদের দৃঢ়ভাবে তাদের নিজস্ব ভূমিতে অবস্থান করা উচিত। চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরাইলি সামরিক কমান্ডার কর্নেল রিচার্ড হেখট গাজায় অবস্থানরত ফিলিস্তিনিদের গাজা থেকে বেরিয়ে মিশরে যাওয়ার আহ্বান জানান। পরে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, গাজার বাসিন্দাদের মিশরে প্রবেশের জন্য ইসরাইলের পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানানো হয়নি। মিশরের পার্লামেন্ট সদস্য মুস্তাফা বাকরি শনিবার সৌদি মালিকানাধীন আল আরাবিয়া টিভিকে বলেন, মিশর ইসরাইল এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক পক্ষকে সতর্ক করেছে যে তারা সাইনাইতে ফিলিস্তিনিদের পুনর্বাসনের যে কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে লড়বে। তিনি দাবি করেন যে সাইনাইতে ফিলিস্তিনিদের বসতি স্থাপন করে, মিশরের ভূখণ্ডকে ফিলিস্তিনিদের আবাসভুমি সৃষ্টির একটি পুরাতন পরিকল্পনা রয়েছে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের শিক্ষক খাত্তার আবু দিয়াব বলেন, মিশরের সাবেক প্রেসিডেন্ট দাবি করতেন, ঋণের কিছু অংশ মাফ করে দেয়ার বদলে, সাইনাই'এ ফিলিস্তিনিদের বসতি স্থাপনের বিষয়ে ইসরাইলের একটি পরিকল্পনা রয়েছে। বর্তমানে সেই ঋণের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৭ হাজার কোটি ডলার। ইজিপ্ট-জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ের পিস স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক সাদেক বলেন, মিশরে ফিলিস্তিনিদের বিশাল উপস্থিতি ইসরাইলের সাথে শান্তি উদ্যোগের সমর্থক মিশরীয় এবং ইহুদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই করতে ইচ্ছুক মিশরীয়দের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে।

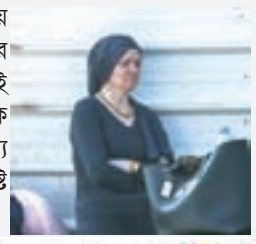

বিজেপি দপ্তরে কর্মী বিক্ষোভ কি অশনি সঙ্কেত?

কলকাতা (পায়েল সামন্ত)ঃ বিজেপির রাজ্য দপ্তরে নজিরবিহীন বিক্ষোভ দলীয় কর্মীদের। লোকসভা ভোটের আগে এই ঘটনায় অস্বস্তি গেরুয়া শিবিরে। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল যখন লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে, সেই সময় অন্দরের ক্ষোভ বিস্ফোরণের আকার নিল।
গত বুধবার বিজেপির বিক্ষুব্ধ কর্মীরা তাণ্ডব চালান সল্টলেকে দলীয় সদর দপ্তরে। বাঁশ ও ইট দিয়ে মূল ফটকের তালা ভাঙেন তারা। কেউ কেউ গেট ও পাঁচিল টপকে অফিস চত্বরে ঢুকে পড়েন।
বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তরুণকান্তি ঘোষকে অবিলম্বে পদ থেকে সরানোর দাবি তোলেন বিক্ষুব্ধরা। কয়েকজন বিক্ষোভকারী অফিস চত্বরে ঢুকে পড়েন। সেখানে থাকা বিজেপি কর্মীরা বাধা দিলে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধদের মারধরে আহত হন এক বিজেপি কর্মী।
এমন বিক্ষোভে হতচকিত বিজেপি দপ্তরের নিরাপত্তারক্ষীরা দোতলায় ওঠার গেট বন্ধ করে দেন। রাত পর্যন্ত দপ্তরের সামনে ধরনায় বসে স্লোগান দিতে থাকেন বিক্ষুব্ধরা। নেতাদের কুশপুতুল পোড়ানো হয়।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ''রাজ্য সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী ঠান্ডা ঘরে বসে পার্টি চালাচ্ছেন। গোষ্ঠী রাজনীতি করছেন। টাকার বিনিময়ে দলীয় পদ বিক্রি করছেন।'' কেন্দ্রীয় নেতা ও তথ্যপ্রযুক্তি সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারও তাদের নিশানায় ছিলেন।
একদিনেই এই বিক্ষোভ শেষ হয়নি। বিজেপির সাবেক রাজ্য দপ্তর মুরলীধর সেন লেনের বাইরেও বিক্ষোভ হয় পরের দিন, বৃহস্পতিবার। প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন নিয়ে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা স্লোগান দেন। নেতৃত্বের কুশপুতুল পোড়ানোর পাশাপাশি ছবিতে লাথি ও জুতো মারেন তারা। একইভাবে অমিতাভ, মালব্যদের বিরুদ্ধে আঙুল তোলা হয়।
দলীয় কোন্দল বা বিরোধের কথা শোনা গেলেও এ ধরনের বিক্ষোভ নজিরবিহীন। এতে রীতিমতো শোরগোল পড়েছে গেরুয়া শিবিরে। বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ''আমি এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। যারা সাংগঠনিক দায়িত্বে আছেন তারা বলবেন। তবে এই ধরনের ঘটনা কাম্য নয়।''
বিক্ষোভ নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যেই ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছে। বিক্ষুব্ধদের নিশানায় থাকা সুকান্ত মজুমদার বলেন, ''দল বিশৃঙ্খলা বরদাস্ত করবে না। কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রয়োজনে বহিষ্কার করা হবে।''

গাজার পাশাপাশি অধিকৃত পশ্চিম তীরেও সহিংসতায় উত্তেজনা বাড়ছে

রামাল্লাঃ বিশ্ব যখন গাজার যুদ্ধের উপর মনোযোগ দিচ্ছে তখন পশ্চিম তীরেও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেখানে গত সপ্তাহ ধরে ইসরাইলি বাহিনীর সঙ্গে সংঘাত, গ্রেপ্তারি অভিযান এবং ইহুদি বসতিকারীদের আক্রমণে ৫৪ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। জাতিসংঘের নজরদারি দল বলছে গত অন্তত ২০০৫ সালের পর থেকে ঐ অঞ্চলে ফিলিস্তিনিদের জন্য এটি ছিল সব চেয়ে প্রাণনাশী সপ্তাহ। ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলে হামাসের প্রাণনাশী প্রবেশ যেখানে জঙ্গিরা ১৩০০'র ও বেশি মানুষকে হত্যা এবং প্রায় ১৫০ জনকে আটক করেছে , তার পর থেকে ইসরাইলি সৈন্যরা পশ্চিম তীরকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছে । সেই অঞ্চলে প্রবেশের পথ, শহরগুলির মধ্যে তল্লাশি চৌকিগুলিও বন্ধ করে দিয়েছে । তারা বলছে আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এই ব্যবস্থাগুলি নেয়া হয়েছে। শুক্রবার ছিল সব চেয়ে মারাত্মক দিন । ঐ দিন পশ্চিম তীরে ১৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়। সামরিক বাহিনী বলছে গত সপ্তাহান্তের হামলার পর তারা পম্চিম তীর জুড়ে অভিযানে ২২০ জনকে আটক করেছে, যাদের মধ্যে ১৩০ জন হামাস সক্রিয়বাদীরাও ছিল। হামাস জঙ্গিরা পশ্চিম তীরে রয়েছে তবে তারা ইসরাইলের কঠোর নিয়ন্ত্রণের কারণে প্রধানত লুকিয়ে তাদের কাজ করে যাচ্ছে। ইসরাইল নতুন করে এই অভিযান শুরু করেছে কারণ তারা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে এই সংঘাত একাধিক দিকে যুদ্ধের সুত্রপাত ঘটাবে, বিশেষত লেবাননের হেজবুল্লাহ মিলিশিয়াদেরও এই লড়াইয়ে যুক্ত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ফিলিস্তিনিরা বলছে, পশ্চিম তীরে ইসরাইলের সর্বসাম্প্রতিক পদক্ষেপ নিরাপত্তা বাহিনী এবং উগ্রবাদী সহিংস বসতকারীদের মধ্যকার পার্থক্যকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইতামার বেন-গিভির , যার আরব বিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং যিনি সেখানকার চরম ডানপন্থি বসতকারী, হামাস হামলার জবাবে সেখানকার বসতকারীদের আরও অস্ত্র শস্ত্র দেন এবং তাদেরকে নিরাপত্তার দায়িত্ব দেন। এই বসতি স্থাপনকারীরা আগে থেকেই সশস্ত্র।

গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে বেসামরিক মানুষদের সরে যাওয়ার আদেশ বাতিল করতে ইসরাইলের প্রতি জাতিসংঘের আহ্বান

জেনেভা (এজেন্সী) ঃ ১১ লাখ বেসামরিক মানুষকে আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার উত্তরাঞ্চল ছেড়ে দক্ষিণে চলে যাওয়ার জন্য যে দাবি ইসরাইল করেছে, তা প্রত্যাহার করতে ইসরাইলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘের সংস্থাগুলো। তারা বলেছে, এটি অসম্ভব এবং এর পরিণতি হবে বিধ্বংসী। ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের ত্রাণ ও পূর্ত সংস্থার (ইউএনআরডব্লিউএ) কমিশনার জেনারেল ফিলিপ লাজারিনি বলেন, এটি শুধুমাত্র নজিরবিহীন মাত্রার দুর্দশা সৃষ্টি করবে এবং গাজার জনগণকে আরো গভীর সংকটে ঠেলে দেবে। এক বিবৃতিতে লাজারিনি উদ্ভূত মানবিক সংকটের মাত্রা ও গতিকে হাড় কাঁপানো বলে বর্ণনা করেন। তিনি একই সাথে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, গাজা দ্রুত নরকগর্তে পরিণত হচ্ছে এবং তা পতনের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে। লাজারিনি উল্লেখ করেন যে গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরাইলে হামলা চালানোর পর থেকে ৪ লাখ ২৩ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের মধ্যে, ২ লাখ ৭০ হাজারের বেশি মানুষ ইউএনআরডব্লিউএ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছে। তিনি বলেন, সেখানে মর্যাদা ও আশার আলো বাঁচিয়ে রাখতে, মৌলিক খাদ্য, ওষুধ এবং আনুসাঙ্গিক সহায়তা দেয়া হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও ইসরাইলকে তাদের বেসামরিক ব্যক্তিদের সরিয়ে নেয়ার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য জাতিসংঘের আবেদনে সঙ্গে যোগ দিয়েছে। তারা উল্লেখ করেছে যে চলমান বিমান হামলার কারণে বেসামরিক নাগরিকদের যাওয়ার জন্য কোনো নিরাপদ জায়গা অবশিষ্ট নেই। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র তারিক জাসারেভিচ বলেন, ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রক ডব্লিউএইচওকে জানিয়েছে,উত্তরাঞ্চলের হাসপাতাল থেকে ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের সরিয়ে নেয়া অসম্ভব। এসব রোগীর মধ্যে রয়েছে, মারত্মকভাবে আহত ব্যক্তি, শিশু, নবজাতক, যারা নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে লাইফ সাপোর্টএ রয়েছে। তিনি বলেন, গাজার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে।সময় বয়ে যাচ্ছে, জ্বালানি, পানি, খাদ্য, জীবন রক্ষাকারী ও মানবিক উপকরণ সরবরাহ করা না গেলে, পুরোপুরি অবরোধের মধ্যে, মানবিক বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হবে না। ইসরাইলি বেসামরিক নাগরিকদের ওপর প্রাণঘাতী হামলার সময় হামাস যে ১৫০ জন জিম্মিকে আটক করেছে, তাদের সবাইকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত গাজা উপত্যকায় অবরোধ তুলে না নেয়ার অঙ্গীকার করেছে ইসরাইল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

অভিযোগ ➤ উত্তর কোরিয়া তাদের সম্প্রসারিত পারমাণবিক নীতির আলোকে এর জবাব দেবে বলে হুমকি দিয়েছে

রাশিয়ায় সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ পাঠানোর অভিযোগ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে

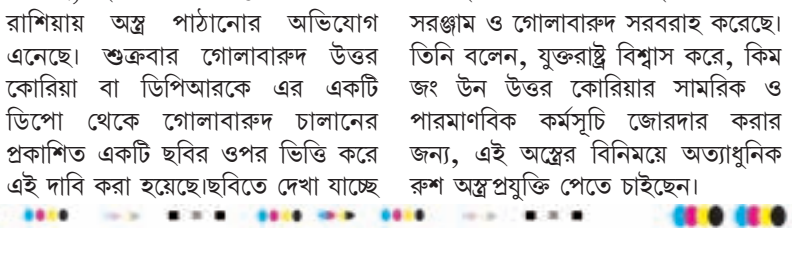

নিউ ইয়র্ক ঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার তাদের ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের বিষয়ে দৈনিক গোয়েন্দা হালনাগাদ প্রতিবেদনে বলেছে, কৃষ্ণ সাগরে ইউক্রেনগামী কোনো বাণিজ্য বন্ধ করা মোটেও রাশিয়ার সর্বোত্তম স্বার্থ বলে বিবেচিত হবে না। হালনাগাদ তথ্যে বলা হয়েছে, কৃষ্ণ সাগরে রাশিয়ার নৌবহরের সক্ষমতা 'অনেকাংশে অক্ষত' রয়েছে। তবে, ইউক্রেনীয় বাণিজ্যিক জাহাজে রাশিয়া আক্রমণ করলে সামরিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপক আশঙ্কা রয়েছে, আর, এটি ভয়াবহ রাজনৈতিক পরিণতি ডেকে আনতে পারে।ফলে বানিজ্য জাহাজ অবরোধ থেকে রাশিয়ার খুব একটা লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা নেই।
শুক্রবার হোয়াইট হাউজ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে, ইউক্রেন সীমান্তের পাশ দিয়ে রাশিয়ায় অস্ত্র পাঠানোর অভিযোগ এনেছে। শুক্রবার গোলাবারুদ উত্তর কোরিয়া বা ডিপিআরকে এর একটি ডিপো থেকে গোলাবারুদ চালানের প্রকাশিত একটি ছবির ওপর ভিত্তি করে এই দাবি করা হয়েছে।ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে গোলাবারুদের চালানটি একটি রুশ পতাকাবাহী জাহাজে তোলা হচ্ছে যা পরে রাশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের কাছে অবস্থিত একটি ডিপোতে রেল গাড়িতে বহন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র বলছে, এই চালানটি, ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের মধ্যে কোনো এক সময় পাঠানো হয়েছে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশনস বিভাগের পরিচালক জন কার্বি শুক্রবার বলেন, ইউক্রেনের শহরগুলোতে হামলা, তাদের বেসামরিক নাগরিক হত্যা এবং রুশদের অবৈধ যুদ্ধে ব্যবহার করার লক্ষ্যে রাশিয়াকে এই সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করার জন্য আমরা উত্তর কোরিয়ার নিন্দা জানাই। কার্বি জানান, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে উত্তর কোরিয়া রাশিয়াকে এক হাজারের বেশি কন্টেইনার সামরিক সরঞ্জাম ও গোলাবারুদ সরবরাহ করেছে। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে, কিম জং উন উত্তর কোরিয়ার সামরিক ও পারমাণবিক কর্মসূচি জোরদার করার জন্য, এই অস্ত্রের বিনিময়ে অত্যাধুনিক রুশ অস্ত্রপ্রযুক্তি পেতে চাইছেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, রাশিয়া থেকে উত্তর কোরিয়ার কাছে যেকোনো প্রযুক্তি হস্তান্তরসহ উত্তর কোরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে এই সম্প্রসারিত সামরিক অংশীদারিত্ব আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে ব্যাহত করবে। তিনি উল্লেখ করেন যে রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে অস্ত্র সরবরাহ চুক্তির জবাবে ওয়াশিংটন, এমন ধরনের অস্ত্র সরবরাহের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও সত্ত্বার ওপর নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে তাদের মিত্র ও অংশিদারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। কার্বি বলেন, আমরা, উত্তর কোরিয়াকে গোপন সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে রাশিয়াকে সহযোগিতা করতে দেবো না। আর, সাহায্যের প্রতিদান হিসেবে, রাশিয়া উত্তর কোরিয়াকে যা দেবে তা বিশ্ব সম্প্রদায়ের জানতে হবে। উত্তর কোরিয়া শুক্রবার দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী রণতরী আগমনের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তারা এটিকে একটি স্পষ্ট সামরিক উস্কানি এবং যুক্তরাষ্ট্র যে তাদের বিরুদ্ধে হামলার পরিকল্পনা করছে, তার প্রমান বলে উল্লেখ করেছে। উত্তর কোরিয়া তাদের সম্প্রসারিত পারমাণবিক নীতির আলোকে এর জবাব দেবে বলে হুমকি দিয়েছে। তাদের এই নীতি অনুমানের ওপর নির্ভর করে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন করে। এর আগেও উত্তর কোরিয়া রাশিয়াকে গোলাবারুদ, আর্টিলারি শেল ও রকেট সরবরাহ করেছে বলে অভিযোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। উত্তর কোরিয়া অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

জাতীয় খবর রাজনীতি
JATIO KHOBOR BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rashtriyakhabar.com

পথ দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দিনহাটায়

কোচবিহার ঃ পথ দুর্ঘটনা কে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দিনহাটায়।এলাকায় লাঠিচার্জ করার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক টোটো চালকের। স্থানীয় সূত্রে খবর দিনহাটার নোটকাবাড়ি এলাকায় একটি টোটোর সঙ্গে একটি স্করপিওর সংঘর্ষে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় টোটো চালকের। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা ওই স্করপিও টিকে আটক করে পুলিশে খবর দিলে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃত দেহটি উদ্ধার করে এবং ঘাতক গাড়িটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ যে স্করপিও টি টোটো টিকে ধাক্কা মেরেছিল সেই স্করপিও এর মধ্যে বহু গাঁজা এবং বিভিন্ন মাদক ভর্তি ছিল। দুর্ঘটনার পর পাচারকারীরা সেই মাদকদ্রব্য গুলির উদ্ধার করার চেষ্টা করে। কিন্তু স্থানীয় বাসিন্দাদের বাধার মুখে পড়ে তারা পালিয়ে যায়। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জমায়েত হলে পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে। গ্রামবাসীদের অনুমান যেহেতু পাশেই ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত তাই ওই স্কোরপিওতে করে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে সেই মাদক পাচার করার উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গ্রামবাসীরা গাড়িতে মাদকদ্রব্য থাকার কথা দাবি করলেও এই বিষয়ে পুলিশ কোনো মন্তব্য করেনি।কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানান, দিনহাটার নোটকাবাড়ি এলাকায় একটি স্করপিও এবং একটি টোটো রিক্সার মধ্যে সংঘর্ষে টোটো চালক শাহিদুল মিয়ার মৃত্যু হয়েছে। শাহিদুল মিয়া দিনহাটার সাহেবগঞ্জ থানার অন্তর্গত সুকারুর কুটি এলাকার বাসিন্দা। ঘাতক গাড়ির চালকের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি পুর নিগমের নির্মীয়মাণ নতুন ভবন পরিদর্শন

শিলিগুড়ি শিলিগুড়ি পুর নিগমের নির্মীয়মাণ নতুন ভবন খানি অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে তথা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের বাস্তকার সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন ।শিলিগুড়ি পুর নিগমের নির্মীয়মাণ নতুন ভবন খানি অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে তথা দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শিলিগুড়ি পুর নিগমের বাস্তকার সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নিয়ে সরজমিনে পরিদর্শন ।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

মন্দিরবাজার ঃ কিছুদিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার এলাকায় এক কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। তার রেশ কাটতে না কাটতে আবারও এক অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। শুধু বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসই নয় ,অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ ওই ছাত্রীর বেশ কিছু আপত্তিকর ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সে । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার মন্দিরবাজার থানাতে ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ওই যুবকের নামে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে । সেই লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্ত ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত ওই যুবকের নাম একরামুল মোল্লা (২০) । বাড়িমন্দির বাজার থানার নিশাপুর এলাকার বাসিন্দা। অভিযুক্ত যুবক পেশায় পুরনো জিনিসপত্র কেনাবেচা করে। ওই ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল বেশ কিছুদিন আগে। এরপর ওই যুবক বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নাবালিকা ওই ছাত্রীকে একাধিকবার ধর্ষণ করে। অভিযুক্ত ওই যুবক নাবালিকা ছাত্রীর কিছু ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবিও নিজের ফোনে রেকর্ডিং করে এবং ছাত্রীকে বারবার ভয় দেখাতো যে এই ঘটনার কথা যদি বাড়িতে জানায় তাহলে ওই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় সে পোস্ট করে দেবে। এরপর অভিযুক্ত যুবক বারবার ভয় দেখিয়ে নিজের বাড়িতে ডাকে ও একাধিকবার ধর্ষণ করে বলে এমনটাই জানিয়েছে নাবালিকা ছাত্রী । কথা না শুনলে সেই আপত্তিকর ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে দেয় অভিযুক্ত যুবক। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্টের পর গোটা ঘটনা সামনে আসে । এরপর ওই ছাত্রীর পরিবার থানাতে অভিযুক্ত ওই যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে মন্দিরবাজার থানার পুলিশ মন্দির বাজার থানার পুলিশ । অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে ধর্ষণ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ । ধৃতকে শুক্রবার ডায়মন্ডহারবার মহাকুমার আদালতে পেশ করা হয় । এর পাশাপাশি ইতিমধ্যেই নাবালিকার ডায়মন্ডহারবার জেলা হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষা করা হয় । এ বিষয়ে মন্দিরবাজারের ডিএসপি বিশ্বজিৎ নস্কর জানান , নাবালিকা ছাত্রীর সঙ্গে অভিযুক্ত যুবকের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। প্রেমের সম্পর্ক থাকার কারণে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার অভিযুক্ত যুবক নাবালিকা ছাত্রীকে নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে ধর্ষণ করে এমনটাই অভিযোগ করেছে নাবালিকা ছাত্রীর পরিবার। নাবালিকা ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে মন্দির বাজার লিখিত অভিযোগ জানানোর পর মন্দিরবাজার থানার পুলিশ অভিযুক্ত যুবককে গ্রেফতার করে। অভিযুক্ত যুবকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলার রুজু করা হয়েছে।

বিজেপিকর্মীর বাড়ী ভাঙলো তৃণমূল

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ ইলামবাজার ব্লকের বাতিকার গ্রামপঞ্চায়েতের মাখরা গ্রামে সংখ্যালঘু বিজেপি কর্মী জিয়ার আলী ও তার ছেলেকে মাছ চুরির অপরাধে চোদ্দো অক্টোবর শনিবার রাতে গাছে বেঁধে মারধর করার অভিযোগ উঠলো তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে । রবিবার সকালে জিয়ার আলীর বাড়ি জেসিবি দিয়ে ভেঙে চুরমার করে দেয় । এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । ঘটনার তদন্ত শুরু পাড়ুই থানার পুলিশ ।

বাজি উদ্ধার আটক বিক্রেতা

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে একশো প্যাকেট বাজি গামীরা গ্রামের মুদি দোকান থেকে উদ্ধার করলো মহম্মদবাজার থানার পুলিশ । বিক্রেতাকে আটক করেছে পুলিশ । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ।

বহুভাষী সাহিত্যিক পত্রিকা ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যাটির উন্মোচন হলো, সাহিত্য সমাজের দর্পণ ঃ মিত্রেশ্বর

পোটকা ঃ আজ তারিখ ১৫ই অক্টোবর মাতাজী আশ্রম হাতাতে অপরাহ্ন তিন ঘটিকায় ঝাড়খন্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদের বার্ষিক বহুভাষী সাহিত্যিক পত্রিকা ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যাটির উন্মোচন করা হলো।অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন ধুপ ও দীপ জ্বেলে অবসর প্রাপ্ত অধ্যাপক মিত্রেশ্বর ও অধ্যাপক সুবোধ কুমার সিং করলেন।কমল কান্তি ঘোষ সরস্বতী সংগীত পরিবেশন করলেন।পরিষদের সেক্রেটারি স্বাগত ভাষণ দিয়ে পরিষদ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোক পাত করলেন।আজকের মোবাইল যুগে পত্রিকা বের করা কে কঠিন কাজ বলে জানালেন ডাক্তার জয়ামিত্র,তরুণ কুমার,জন্মেজয় ও অন্যান্য বক্তাগন।প্রফেসর মিত্রেশ্বর বললেন,,সাহিত্য সমাজের দর্পন।আমাদের জীবন কে গতিশীল রাখার জন্য সাহিত্যের প্রয়োজন।পরিষদ এই অঞ্চলে ভালো কাজ করছেন।সকল অতিথি মিলে ঝাড়খন্ড প্রভার ১৬ তম সংখ্যাটির উন্মোচন করলেন।শিক্ষাবিদ রঘুনন্দন ব্যানার্জি সভাপতির ভাষণ দিলেন।এই উপলক্ষে একটি কবি গোষ্ঠী হলো যেখানে করুণাময় মণ্ডল,সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,জয় হরি সিং মুন্ডা,অমল দাস,দীনেশ সরদার,বিকাশ কুমার ভকত,বীথিকা মণ্ডল আদি কবিতা পাঠ করলেন।সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন রাজকুমার সাহু।অনুষ্ঠান টিকে সঞ্চালন করলেন ঝড়খন্ড প্রভার সঞ্চালক সুনীল কুমার দে।সমাপ্তি সংগীত পরিবেশন করলেন রেবা গোস্বামী,লোচনা মণ্ডল,বীথিকা মণ্ডল ও সুজাতা মোড়ল।এই উপলক্ষে কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,দুলাল চন্দ্র দাস,আশীষ মণ্ডল,মনী পাল,ডাক্তার রাজীব লোচন মাহাতো,মোহিতোষ মণ্ডল,উজ্জ্বল মণ্ডল,মিঠুন সাহু,বিশ্বা মিত্র খন্দায়েত,বলরাম গোপ,নিত্যানন্দ গোস্বামী,নিবারণ মুদি,তড়িত মণ্ডল,তপন মণ্ডল,সুবোধ মণ্ডল,আনন্দ সাহু,সুদীপ মুখার্জি,হেম চন্দ্র পাত্র,পীযূষ গোস্বামী,সহদেব মণ্ডল,ছবি রানী মণ্ডল,বন্দনা মণ্ডল,তরুণ দে,স্বপন দে,স্বপন মণ্ডল,পতিত পাবন দাস,দেশাই সোরেন,ফুলমনি মুর্মু,মুখিয়া দেবী ভূমিজ আরো অনেকেই উপস্থিতউপলক্ষে,শুধাংশু শেখর মিশ্র,

স্কুলের বাচ্চাদের মিডডেমিলের খাওয়ার কেন প্রধান শিক্ষকের বাড়ির কুকুর খাবে! এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে স্কুলের খোদ সহশিক্ষককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো প্রধান শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ স্কুলের বাচ্চাদের মিডডেমিলের খাওয়ার কেন প্রধান শিক্ষকের বাড়ির কুকুর খাবে! এই ঘটনার প্রতিবাদ করলে স্কুলের খোদ সহশিক্ষককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো প্রধান শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকসহ স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। এদিন এই প্রাথমিক স্কুল চত্বরে দফায় দফায় চলে বিক্ষোভ। তবে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাংবাদিকদের ক্যামের দেখলেই ভিষণ চটে যান। তবে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক এ বিষয়ে কোনভাবেই মুখ খুলতে রাজি নন। এরপরে গ্রামবাসীদের ডাকা সালিশি সভায়ও চলে তুমুলঝগড়া। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভগবানপুর ২ ব্লকের ও ভূপতিনগর থানার ইটাবেড়িয়া খালসাইড প্রাথমিক স্কুলের ঘটনা। স্কুলের অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক ভূপতি চরণ মাইতি গ্রামবাসীদের কাছে প্রশ্ন তুলছেন যে, সাংবাদিক এখানে এলো কেন? কে সাংবাদিককে ডাকলো? এরপরে সবাই উঠে পড়ে। অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। তবে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক সভা সালিসি সভা ছেড়ে পালিয়ে যান। কিন্তু গ্রামবাসীরা অর্নিদিষ্টকালীন প্রাথমিক স্কুল বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। কিন্তু স্কুলের সহশিক্ষক অনুপম জানা জানিয়েছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কখনোই এমন ঘটনা কাম্য নয়। অমি বহুবার প্রধান শিক্ষককে সতর্ক করেছি। তবে তিনি শুধরে যাননি। আমি বিষয়টি উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানাবো।

ওপেন স্টেট ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জয়জয়কার পূর্ব মেদিনীপুরের

পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ক্যারাটে এসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া ও পূর্ব মেদিনীপুর হলদিয়া ক্যারাটে গেমস এন্ড স্পোর্টস এসোসিয়েশনের যৌথ উদ্যোগে হাওড়ার উলুবেড়িয়াতে আয়োজিত হয় ওপেন স্টেট ক্যারাটে প্রতিযোগিতা। গত ২৪ সেপ্টেম্বর উলুবেড়িয়ার রবীন্দ্রভবনে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মোট ৬০০ জন প্রতিযোগী যোগ দেয়। আর তাতে পূর্ব মেদিনীপুরে পনেরো জন সাফল্য অর্জন করেছে। তাঁদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত ৮ জন। ছয় জন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্যপদক ছিনিয়ে নিয়েছে। আরেক এক জন তৃতীয় স্থান অর্জন করে ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছে। তাঁদের এই সাফল্যে গর্বিত কোচসহ অভিভাবকেরা। ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে সফলতম প্রতিযোগীরা। এদিন পটাশপুরের প্রতাপদিঘীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রশিক্ষক সেনসাই সাগর খামরুই জানিয়েছেন, আমরা আগামীদিনে জাতীয়স্তরে প্রতিযোগীদের ক্যারাটেতে নিয়ে যাবো। তাঁদের সাফল্য কামনা করি।

আবহাওয়া দপ্তর অধিকর্তার নাম গণেশ কুমার দাস

কলকাতা ঃ গতকাল একটি পূর্ণবর্তা ছিল যার অবস্থান হচ্ছে ইস্ট সেন্টাল বে অ্যাড জয়েনিং এরিয়াতে সেটা আজকে একটু এনটেন্সিফাই হয়ে লো প্রেসার নর্থ ইস্ট ইস্ট সেন্ট্রাল বের উপরে এই সিস্টেমটা আমাদের কষ্টের দিকে আসবে ইনটেন্সি ফাইভ হয়ে লো মার্ক এরিয়াতে পরিণত হবে আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে এর ফলে সাউথ বেঙ্গলে আগামী ৪ থেকে ৫ দিন সমস্ত জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে আজকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে নর্থ সাউথ ২৪ পরগনা ইস্ট ওয়েস্ট মেদনাপুর কলকাতা হাওড়া হুগলি এবং আগামীকাল বাড়ি থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে ইস্ট ওয়েস্ট মেদনাপুর ঝারগ্রাম তার সাথে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে নর্থ সাউথ ২৪ পরগনা কলকাতা হাওড়া হুগলি বাঁকুড়া পুরুলিয়া ইস্ট এন্ড ওয়েস্ট বর্ধমান এবং তৃতীয় দিন এক তারিখে পশ্চিমের জেলা গুলিতে বীরভূম মুর্শিদাবাদ ইস্ট ওয়েস্ট বর্ধমানের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে দু তারিখের পর থেকে অর্থাৎ ২ থেকে ৫ তারিখে নর্থ বেঙ্গলে বৃষ্টি বাড়বে, আজ নর্থ বেঙ্গলে হালকা ধরনের বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কাল হালকা থেকে মাঝারি ধরণের বৃষ্টিপাত তিন তারিখ থেকে নর্থ বেঙ্গলে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে বিশেষ করে তিন এবং চার তারিখ বিশেষ করে ওয়াটার লগিং এ পরিস্থিতি ঠড্ডা এরিয়াতে হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আজ এবং আগামীকাল সাউথ বেঙ্গল নর্থ বেঙ্গলে তিন এবং চার তারিখে লাইন স্লাইড অর্থাৎ ভূমিধসের সম্ভাবনা থাকছে বিশেষ করে দার্জিলিং এবং কালিংপং আমাদের সাউথ বেঙ্গলে বৃষ্টির ঘাটতি এখন চলছে, মাইনাস ২৪ এবং নট বেঙ্গলি নরমাল থেকে প্লাস সেভেন পারসেন্ট বাড়তি চলছে কলকাতায় আজ কাল এবং পরশু মিলিয়ে ছ থেকে ৭ সেন্টিমিটার এক্সপেক্টেড বৃষ্টিপাতের।

আগামী সোম ও মঙ্গলবার দিল্লিতে ধর্না অবস্থানে যে সমস্ত ১০০ দিনের কার্ড হোল্ডার শ্রমিকরা যোগ দেবেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা

কলকাতা ঃ বাংলার প্রতি বঞ্চনার অভিযোগে মোদির সরকারের বিরুদ্ধে আগামী সোম ও মঙ্গলবার দিল্লিতে ধর্না অবস্থানে যে সমস্ত ১০০ দিনের কার্ড হোল্ডার শ্রমিকরা যোগ দেবেন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন রাজ্যের নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী ডঃ শশী পাঁজা। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন - 'কলকাতা নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে অনেক মানুষ উপস্থিত হয়েছেন। এরা হচ্ছেন যারা বঞ্চিত। বাংলার বঞ্চিত শ্রমিক যারা মনরেগা স্কিমের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং যাদের। এরা যাবেন দিল্লিতেই ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জন দিল্লিতে পৌঁছেও গিয়েছেন। এটা কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নয় এটা মানুষের কর্মসূচি এটা মা মাটি মানুষের কর্মসূচি। এটা এতদিন বাংলায় চলছিল এবার দিল্লির। আর্থিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই এই কর্মসূচির সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে ডাকা হয়েছে। ১৩ ই সেপ্টেম্বর এরপর এত তাড়াতাড়ি আবার একজনকে কেন ডাকা হবে?? বিজেপি এটা ইচ্ছাকৃত করছে। কিন্তু এইভাবে আমাদের আটকানো যাবে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বলে দিয়েছেন তিনি ইডিট ডাকে যাবেন না মানুষের কর্মসূচি তাই মানুষের স্বার্থে তিনি দিল্লি যাবে। সেটাই হবে।
অভিষেকের মা বাবাকেও তলব করা হয়েছে এই বিষয়ে তিনি জানান - রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে।

যেখানে আমরা জায়গায় পাচ্ছি না সেখানে মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি ঃ মেয়র

কলকাতা ঃ কলকাতায় ৭৫ টি শৌচালয় তৈরি করার জন্য কিছু জায়গায় চিহ্নিত করা হয়েছিল। যেখানে আমরা জায়গায় পাচ্ছি না সেখানে মোবাইল টয়লেটের ব্যবস্থা করেছি। ১১ টি জায়গায় আমরা পেয়েছি। সেখানে পৃথক মহিলা দের শৌচালয় করছি। আমরা অফিসে এলাকা, পার্কিং এবং বাস স্ট্যান্ডে বাস টয়লেট রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা বিভিন্ন ডিজাইনের শৌচালয় তৈরি করছি। অনেক জায়গায় বাস টয়লেট এবং ফিডিং রুমের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। বিশেষ করে হাসপতালে বাস টয়লেট রাখা হচ্ছে। আমরা ৭৫ টি টয়লেট করছি। মহিলা দের জন্য আলাদা শৌচালয় করা হচ্ছে। আপাতত দুটি বাস টয়লেট রয়েছে আরো কিছু বাস নামানো হবে বলে আশ্বাস মেয়রের। রাস্তা নিয়ে কিছু জায়গায় রাস্তা ভালো হয়েছে আবার কিছু জায়গায় দাঁত বের করে রয়েছে রাস্তা। প্রাক্তন মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সময় মাস্টিক করে রাস্তা হত। তখন রাস্তা ১০ বছর অবধি চলত। কিন্তু এখন রাস্তা বেশি দিন বর্ষায় টিকে না। আমরা এখন মেকানিকাল মস্টিক করার চেষ্টা করছি। কিন্তু সেটা বড় রাস্তায় হতে পরে। এখন ১৩০ নম্বর ওয়ার্ডের বকশি বাগানে দেখা গেল যে গতদুবছর প্লাস্টিক রাস্তা ভালই ছিল। তাই আমরা প্লাস্টিক রাস্তা করার চেষ্টা করছি। তবে মেকানিকাল মাস্টিক করা হবে। তবে পুজোর আগে রাস্তা সরয়ার কাজ হবে। তবে পুজোর পর মেকানিকাল মাস্টিকের মাধ্যমে করা হবে। প্লাস্টিকের রাস্তায় খরচ কম হবে। ডেঙ্গু কিছু টা কমেছে। যে ভাবে বাড়ছিল সেটা একটু নেমেছে। জল কোথায় জমছে সেটা দেখা হচ্ছে। সমস্ত কাউন্সিলর দের বলেছি যে শনিবার এবং রবিবার যাতে সচেতন করার জন্য প্রযত্নোজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। কেন্দ্রের চিঠি নিয়ে তিনি বলেন যে বাংলায় রক্তদানের কর্মসূচি অনেক হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কি বলছে আমি সেটাই যাব না। আমরা সচেতন আমরা মুকাবিলা করছি। আমার কাছে কেন্দ্রীয় সরকার কি করছে তাতে আমাদের কিছু আসে যায় না। এটা সহজ যে একটা চিঠি দিলাম। সমালোচনা করে দিলাম এটা সহজ। কিন্তু রাস্তায় নেমে কাজ করা অনেক কঠিন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী থেকে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রী অনেক সচেতন বলে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। আমি স্বাস্থ্য দফতরের উদ্যোগ কে স্বাগত জানাচ্ছি। আমাদের স্বাস্থ্য দফতর সকাল ৮ থেকে চালু হয়ে যায়। আমাদের স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলিতে সম্পূর্ন ভাবে পরিষেবা প্রদান করছে। বিশেষ করে করোনা সময় কলকাতা পৌর সংস্থার চিকিৎসা কেন্দ্র অনেক ভালো কাজ করেছে।১২৭ নম্বর ওয়ার্ডে দীর্ঘ দিন ধরে জল জমে রয়েছে। সেখানে জল জমে না। সেখানে কৃষি জমি আছে। সেখানে ওয়াস্টে ফেলা হয়। রাস্তার মধ্যে পচা জলে ডেঙ্গি হয় না। ছাদে জল জমায় ডেঙ্গি হবে। ভয় পেয়েছে কি করবে। ভয় পাচ্ছে করছে। মোদী ভয় পাচ্ছে। বিজেপি এইরকম সিদ্ধান্ত নয় যাতে মানুষ হাসে। ইন্ডিয়া নাম হয়েছে বলে ভারত করতে হবে। এইগুলো বালখিল্য। ৩ তারিখে তাকে ডাকতে হবে যেদিন সমন্নয় বৈঠক আছে সেদিন ডাকতে হবে। প্রতিহিংসার কারোর বাপ মা কে ছাড়ছে না। এই প্রতিহিংসায় আগে কোনো দিন ছিল না।অভিষেক টুইট নিয়ে ঠিকই তো বলেছে । আমাদের সাধারণ মানুষের স্বার্থ জুরিত । আমরা ১০০ দিনের কাজে বকেয়া চাইবো না। সৌরভ কে নিয়ে বলে যে বাঙালি কেংরা বলে না। একজন বাঙালি কিছু করলেই ঈর্ষা হয়।পাগল কি না বলে ছাগলে কি না খায়। ওদের কুকথা বললে তাদের অমিত শাহ কাছে নম্বর বাড়ে । কিন্তু এখানে বাংলার মানুষ তাদের শুন্য করে দিয়েছে।কংগ্রেস সেটিং সেটিং বলে নিজেরা শুন্য হয়ে যাচ্ছে। কেরেলে ই ডি সিবিআই যা করছে। সেটা কে কি সি পি এম সমর্থন করে তারা। রাহুল গান্ধী কে এবং রাজিব গান্ধী কে চোর চোর বলেছে সেটা কে কি কংগ্রেস সমর্থন করে জবাব দিক পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন ফিরহাদ হাকিম।

মশার আতর ঘর পরিণত হয় পূজারী মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার

কলকাতা ঃ দক্ষিণ ২৪ অন্তর্গত পূজারী পৌরসভা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আর উন্নয়নের নজির। ২০০৬। সালে পূজারী মাতৃসদন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার দ্বার উদঘাটন হয়, কিন্তু আজ ২০২৩ এখনো পর্যন্ত হসপিটালে অবস্থা দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না। যেখানে রাজ্য সরকার বিশাল অর্থ ব্যয় করে পূজারীবাসীর জন্য এই মাতৃসদন হসপিটাল তৈরি করেন। সেটি আজ মশার আতর ঘর পরিণত হয়। লক্ষাধিক টাকা চিকিৎসাংতাংশ, জলের ট্যাংক, স্বাস্থ্য সাথী সাইকেল, সরকারি ত্রিপল, পড়ে আছে দেখা যায়। যেখানে ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্যে হাহাকার, সেখানে পূজালী পৌরসভা হসপিটালে এই অবস্থা দায়ভার কার। পুজালী বাসীর জন্য বিপুল টাকা খরচা করে এই সেন্টার তৈরি করা হয়। মূলত গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে, নির্ভর করতে হয় পার্শ্ববর্তী বজ বজ পৌরসভা হসপিটাল বা কলকাতা হসপিটালের উপর।

আলিপুরদুয়ারের বীরপাড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির বোর্ড গঠিত হয়েছে

আলিপুরদুয়ার ঃ অবশেষে মাদারিহাট বীরাপাড়া ব্লকের বীরপাড়া এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হল। বোর্ড গঠন করল বিজেপি প্রধান হল বিজেপির সুচিত্রা মল্লিক ও উপপ্রধান হল বিজেপির আস কুমার তামাং। ৩০ আশন বিশিষ্ট বীরপাড়া এক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোটে তৃণমূল পায় ১৫ ও বিজেপি পায় ১৫ এতদিন বোর্ড গঠন স্থগিত ছিল। তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষী মোচারি এক মামলায় বিচারাধীন রয়েছে। আজ বোর্ড গঠনে বিজেপির ১৫ জন পঞ্চায়েত সদস্য ও তৃণমূলের ১৪ জন পঞ্চায়েত সদস্য উপস্থিত ছিলেন । বিজেপি বোর্ড গঠন করে। বোর্ড গঠন চলাকালীন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যরা বেরিয়ে যায় তার জানান যাকে প্রধান করা হয়েছে সে কোনো উন্নয়ন করতে পারবেনা ।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।
বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।
মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।
কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।
সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।
কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।
তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।
ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।
মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।
কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।
মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

827 माध्यमिक शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह

मुख्य अतिथि

श्री हेमन्त सोरेन
मानजीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि

श्री आलमगीर आलम
माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज एवं संसदीय कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री सत्यानंद भोक्ता
माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार

गरिमामयी उपस्थिति

श्रीमती महुआ माजी
माननीया सांसद, राज्यसभा

श्री संजय सेठ
माननीय सांसद, लोकसभा रांची

श्री सी.पी. सिंह
माननीय विधायक, विधानसभा रांची

दिनांक : 16 अक्टूबर, 2023 | समय : अपराह्न 1 बजे
स्थान : स्व० रामदयाल मुण्डा फुटबॉल मैदान मोराबादी, रांची

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार

সম্পাদকীয়

হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে বিপদে চীন ও ভারত

গত সপ্তাহে হামাস যোদ্ধারা হঠাৎ যখন গাজা সীমান্ত পেরিয়ে ইসরায়েলে হামলা করছিল, সে সময় যুক্তরাষ্ট্রের একদল সিনেটর বেইজিং সফরে ছিলেন। এ সংঘাতে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে বিবৃতি দেন, সেখানে পরিষ্কারভাবে বেইজিংয়ের নিরপেক্ষ অবস্থান প্রকাশ পায়। বিবৃতিতে দুই পক্ষের সংযত আচরণ ও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানানো হয়। বেইজিং সফররত সিনেটরদের নেতৃত্বে ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির চাক শুমেখার। চীনে অবস্থানকালেই তিনি বেইজিংয়ের বিবৃতির সমালোচনা করে বলেন, তিনি আশা করেছিলেন হামাসকে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাবে চীন। চীন এই সমালোচনাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনা সেই কঠিন বাস্তবতাকে সামনে এনেছে, মধ্যপ্রাচ্যে এশিয়ার যে বড় দেশগুলো প্রভাব বিস্তারকারীর ভূমিকায় আসতে চাইছে, তাদের সামনে রাজনৈতিক বাধাটা অনেক শক্তভাবেই রয়ে গেছে। এশিয়ার শক্তিশালী দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবকে ঈর্ষার চোখে দেখে এবং তারা সেই প্রভাবে একটু কামড় বসাতে চেষ্টা করে চলেছে। কিন্তু ইসরায়েল এখন যেভাবে যুদ্ধের উন্মাদনা দেখাচ্ছে, তাতে করে সেখানে এশিয়ার শক্তির দেশগুলোর পক্ষে প্রভাব তৈরি করা কঠিন। চীনের কূটনীতির কথা ধরা যাক। বেইজিং একটা ভারসাম্য বজায় রাখার কঠিন নীতি নিয়েছে। বেইজিং ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই পক্ষের সঙ্গেই সম্পর্ক গভীর করে চলেছে। জুন মাসে ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস চীন সফর করেন। আর ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এ বছরের শেষে চীন সফর করার কথা রয়েছে। ভারতের ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত ইসরায়েলের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে ঘনিষ্ঠ হয়েছে, কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে ফিলিস্তিনের সঙ্গে দিল্লির শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে। চীন ও ভারত দুই দেশই এখন 'দূরে থেকে জেতার' নীতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে কূটনৈতিক অর্জন করতে চায়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের মারপ্যাঁচ থেকে তারা নিজেদের দূরে রাখতে চেয়েছে। এবারের জি২০ সম্মেলনে ইউরোপ, ভারত ও আরব উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য করিডর করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। মোদি বলেন, এই প্রকল্প শত শত বছর ধরে চলা বিশ্ববাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে নেওয়া। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতে সেই প্রকল্প বড় ধরনের বাধার মুখে পড়ল। কেননা এই বাণিজ্য করিডরের জন্য সৌদি আরব ও ইসরায়েলের ভালো সম্পর্ক প্রয়োজন। দীর্ঘ যুদ্ধ হলে সেই প্রকল্প বিপদে পড়বে। ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যে নতুন সংঘাতে ভারত ও চীন দুই দেশই এখন 'দুই টান দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটার' মতো কঠিন পরিস্থিতিতে পড়েছে। যুদ্ধের তীব্রতা বাড়লে তাদের এই ভারসাম্য বজায় রাখার কূটনীতি বজায় রাখা কঠিন হবে। ভারতের চেয়ে চীনের কূটনৈতিক পথ আরও কঠিন হবে। এর কারণ হলো, চীন নিজেদের বিশ্বের পরবর্তী পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং প্রমাণ করতে চায় যে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে তাদের কূটনীতি ভিন্ন। কিন্তু চীনের এই চিন্তার সামনে বিস্তর চ্যালেঞ্জ আছে। পরাশক্তি হিসেবে চীন যদি নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে কোনো একটা দেশে হস্তক্ষেপ করার মতো সামর্থ্য তাদের থাকতে হবে। কিংবা কমপক্ষে এটা প্রমাণ করতে হবে যে অন্য একটা দেশের রাজনৈতিক বিন্যাস বদলে দেওয়ার সামর্থ্য তাদের আছে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সঙ্গে তাদের নীতির পার্থক্য তৈরি করতে হলে চীনকে আরও সূক্ষ্ম কূটনীতি গ্রহণ করতে হবে। কেননা হামাসের হাতে ইসরায়েলিদের অপহরণের ছবি ও ভিডিও এখনো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হচ্ছে। হামাস-ইসরায়েল যুদ্ধে এখন পর্যন্ত চীন তাদের নিরপেক্ষতা নীতি পরিষ্কারভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু ইসরায়েল স্থলযুদ্ধ শুরু করলে সেই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। ইসরায়েলি শিবির ও পশ্চিমা দেশগুলোর অবস্থানকে সমর্থন করলে সমালোচিত হবে চীন। আবার ফিলিস্তিনকে যদি সমর্থন করে, তাহলে কার্যত হামাস যোদ্ধাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য তারা সমালোচিত হবে। নিরপেক্ষতার নীতি অনেক বিকল্প সম্ভাবনাকে বাদ দিয়ে দেয়। হামাস-ইসরায়েলের মধ্যকার যুদ্ধের পুরো পরিস্থিতি বেইজিংয়ের জন্য অপ্রত্যাশিত ঘটনা হয়ে উঠতে পারে। এ বছরের শুরুর দিকে সৌদি আরব-ইরানের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের মধ্যস্থতা করে বেইজিং একটা মিথ্যা নিরাপত্তা বোধের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন রয়েছে। সৌদি আরব ও ইরানের ক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা সম্ভব হয়েছে তার কারণ হলো, দুই দেশই সম্পর্কের উন্নয়ন চেয়েছে। কিন্তু হামাস ও ইসরায়েলের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি পুরোটাই ভিন্ন। দীর্ঘদিন ধরেই তারা পরস্পরের শত্রু। এখন দুই পক্ষ যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়েছে। জুন মাসে চীনের প্রেসিডেন্ট ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্টকে আলিঙ্গন করেছিলেন। এর মানে এই নয় যে চীন ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ত্যাগ করেছে অথবা হামাসকে দোষারোপ করছে। এর বদলে আরও গ্রহণযোগ্য বিষয় শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান ছিল এই আলিঙ্গনে।

ফিলিস্তিনের জন্য মুসলিম বিশ্ব শক্ত অবস্থান নিতে পারেনা কেন

সফীক রহমান
প্রাবন্ধিক

মুসলমান প্রধান দেশগুলো সবসময় ফিলিস্তিনিদের জন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন এবং 'নিপীড়িত' ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে আসলেও বড় ধরণের সংকট এলে পুরো মুসলিম বিশ্বকে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে খুব একটা শক্ত অবস্থান নিতে দেখা যায় না।
এমনকি মুসলিম দেশগুলোর সংগঠন ওআইসি কিংবা আরব লীগও ইসরায়েলের সাথে সংকটকালে ফিলিস্তিনের পক্ষে খুব জোরালো কোন ভূমিকা নিতে পারে না। এবার গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাস ইসরায়েলি ভূখণ্ডে অতর্কিতে ভয়াবহ হামলার পর নিরবচ্ছিন্ন বিমান হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। উভয় পক্ষের আক্রমণে বহু বেসামরিক নাগরিক হতাহত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রসহ প্রভাবশালী পশ্চিমা দেশগুলো ইসরায়েলের সর্বাত্মক সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।
এর বিপরীতে মুসলিম বিশ্বের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে ইরান ছাড়া আর কোন দেশকেই উচ্চকণ্ঠে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে না। বরং কোন কোন মুসলিম দেশের প্রতিক্রিয়া ছিলো একেবারেই নখদন্তহীন।
বিশ্লেষকরা বলছেন মুসলিম বিশ্বের জনগণ ফিলিস্তিনের পক্ষে একাট্টা হলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে সরকারগুলোর পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়া অসম্ভব।
সৌদি আরবে বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ বলছেন যে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া বা শক্ত অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে বড় সীমাবদ্ধতার জায়গা হলো পশ্চিমাদের অবস্থান।
ইসরায়েল একা প্রতিপক্ষ হলে এতদিনে পরিস্থিতি অন্যরকম দেখা যেত। তবে ইসরায়েলেও অনেকে শান্তি চায়। সে কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের সাথে এখন তাদের যোগাযোগ হচ্ছে। এমন নানা কারণে মুসলিম বিশ্বের এমন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, বলছিলেন তিনি।
এবার ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হামাস এমন সময় হামলা চালিয়েছে যখন যুক্তরাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা নিয়ে কাজ করছিলো সৌদি আরব ও ইসরায়েল। গত সেপ্টেম্বরে এ নিয়ে রিয়াদে এসে কথা বলে গেছেন মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তারাও।
এর আগে আমেরিকার তত্ত্বাবধানেই ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে কূটনৈতিক সম্পর্ক তৈরি করেছে আরব বিশ্বের আরেক প্রভাবশালী দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত।
যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগেই সৌদি আরব ও ইসরায়েলের মধ্যে একটি সমঝোতা বা চুক্তি স্বাক্ষরের সফলতা অর্জন করতে চাইছে বাইডেন প্রশাসন।
তবে ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত শুরু হওয়ার পর সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়া স্থগিত করেছে সৌদি আরব।
সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বলেছেন, তার দেশ ফিলিস্তিনি জনগণের একটি স্বাভাবিক জীবনযাপনের অধিকার রক্ষা, তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এবং ন্যায্য ও স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য সবসময় তাদের পাশে থাকবে।, সরকারি সৌদি প্রেস এজেন্সি এই তথ্য জানিয়েছে।
আরেক প্রভাবশালী আরব দেশ কাতার বরাবরই ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বিরোধী। দেশটি তাদের বিবৃতিতে পরিস্থিতির জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করেছে। দেশটি ফিলিস্তিনিদের জন্য পূর্ব জেরুসালেমকে রাজধানী করে ১৯৬৭ সালের আগের ভূখণ্ডের সমর্থন করে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত হামাসের হামলার সমালোচনাও করেছে। এমনকি দেশটির বিবৃতিতে ইসরায়েলি নাগরিক জিম্মি করার বিষয়টি উঠে এসেছে। কিন্তু ইসরায়েলের প্রাণঘাতী হামলার বিষয়টি সেখানে আসেনি।
বাহরাইন হামাসের হামলার সমালোচনা করেছে। আর কুয়েত ও ওমানের প্রতিক্রিয়া ছিলো অনেকটাই কৌশলী।
অন্যদিকে ইসরায়েলের সাথে ১৯৮০ সালেই চুক্তি করা মিসর উভয় পক্ষকে সংযত হতে বলেছে। মরক্কো অবশ্য গাজায় সামরিক হামলায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সিরিয়া অবশ্য হামাসের হামলাকে বড় অর্জন বলেছে। হুতি নিয়ন্ত্রিত ইয়েমেনও হামাসকে সমর্থন দিয়েছে।
আর আরব বিশ্বের বাইরে অনেকটা একই সুরে কথা বলেছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ইন্দোনেশিয়ার মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলো।
স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েল-ফিলিস্তিনি বিরোধে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে স্পষ্ট। ফিলিস্তিনিদের স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষে বাংলাদেশ বলিষ্ঠ অবস্থান নিয়েছে একেবারে শুরু থেকেই।
এর কারণ যতটা না আন্তর্জাতিক, তার চেয়ে অনেক বেশি বাংলাদেশের জনমত এবং অভ্যন্তরীণ রাজনীতি।
তাদের মতে গণতন্ত্র এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার মুসলিম বিশ্বে খুবই কম এবং এ ধরনের দেশগুলোর সরকারকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য প্রভাবশালী পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয় বলে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে যাওয়ার সুযোগ তাদের নেই।
আবার ফিলিস্তিনে মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন পিএলও, গাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা হামাসের পাশাপাশি আরেক সংগঠন হেজবুল্লাহকেও বিভিন্ন প্রভাবশালী মুসলিম দেশ সমর্থন দিয়ে থাকে বলে প্রচার আছে। যেমন হামাস ইরান-সমর্থিত বলে বর্ণনা করে পশ্চিমারা।
অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মতো প্রভাবশালী আরব দেশগুলো সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ইসরায়েলের সাথে তাদের সম্পর্ক জোরদার করেছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই ফিলিস্তিনিদের স্বার্থকে দুর্বল করেছে বলেও মনে করেন অনেকে।
বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন বলছিলেন যে মুসলিম বিশ্বে প্রভাবশালী আরব দেশগুলোর, কেউ কেউ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছে আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় আছে। নিজেদের ক্ষমতাকে তারা চিরস্থায়ী করে রাখতে চায়। সংগত কারণেই তারা হয়তো মনে করে পপুলার সেন্টিমেন্ট যাই হোক ইসরায়েলকে ঘাঁটানো তাদের ঠিক হবে না। এ কারণেই তাদের কণ্ঠ উচ্চকিত দেখা যায় না, বলছিলেন তিনি। জার্মানি ভিত্তিক বিশ্লেষক ডঃ মারুফ মল্লিক বলছেন, মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে প্রভাবশালী আরব বিশ্বে গণতন্ত্র বা নির্বাচনের বালাই নেই।
ইসরায়েলের সাথে সমঝোতা বা ভারসাম্য রক্ষা করে চলা তাদের জন্য জরুরি, বলছিলেন তিনি।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর শাসক পরিবারগুলো ক্ষমতার প্রশ্নে কোন ধরনের আপোষ কখনোই করে না। আবার এসব দেশে গণতন্ত্র বা জনগণের প্রতিনিধিত্বশীল সরকার ব্যবস্থাও কাজ করে না।
তারপরেও অনেকেই মনে করেন লিবিয়া ও সিরিয়ার ঘটনার পর আরব দেশগুলোর রাজপরিবারগুলো নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার বিষয়টি নিয়ে অনেক বেশি উদ্বিগ্ন।
সাবেক কূটনীতিক হুমায়ুন কবির বলছেন মুসলিম দেশগুলো তাদের অভ্যন্তরীণ জটিল রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য নির্ভরতা বেড়ে যাওয়ার কারণেই ফিলিস্তিনের পক্ষে শক্তভাবে দাঁড়াতে পারছে না।
বেশিরভাগ দেশেই দুটি প্রবণতা-জনগণ ফিলিস্তিনের পক্ষে বেশি কিন্তু সরকারগুলোর কথায় জোর কম। তাদের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার জটিলতার কারণেই তারা শক্তিশালী অবস্থান নিতে পারে না, বিবিসি বাংলাকে বলছিলেন তিনি।
আবার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসক নির্বাচন করার সুযোগ আছে ইরানে। দেশটি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল বলয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল শক্ত অবস্থান নিয়ে আসছে।
অন্যদিকে তুরস্ক বিবৃতিতে শক্ত ভাষা ব্যবহার করলেও নেটোর সদস্যপদসহ বেশ কিছু বিষয়ে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানকে কৌশলী ভূমিকা নিতে হচ্ছে।
এর বাইরে অন্য দেশগুলোর সরকার ও জনগণের চিন্তার মধ্যেই প্রচুর ব্যবধান তৈরি হয়ে গেছে বলে মনে করেন মি. কবির।
এছাড়া অনেক দেশ থেকে আমেরিকান সমর্থন সরে যাচ্ছে। ফলে তাদের জন্য ইসরায়েল সিকিউরিটি গ্যারান্টার হিসেবে কাজ করছে। ইরান ছাড়া বেশিরভাগ দেশেরই পাশ্চাত্য নির্ভরতা অনেক বেড়েছে। সে কারণে তাদের ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হয়, বলছিলেন তিনি।
বিশ্লেষক ডঃ মারুফ মল্লিক বলছেন মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র নেই এবং সে কারণে এসব দেশের সরকারকে সমঝোতা করে চলতে হয়।
পশ্চিমাদের চটিয়ে কেউ নিজের ক্ষমতাকে দুর্বল করতে চায় না। মিসর, তিউনিসিয়ার মতো দেশও এর বাইরে নয়। সবাই জানে সোচ্চার হলেই চাপ আসবে। বরং ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে ইসরায়েলের সাথে তাদের সমঝোতা জরুরি, বলছিলেন তিনি।
একই কারণে ওআইসি বা আরব লীগও চুপচাপ থাকে বলে মনে করেন তিনি। পাশাপাশি তার মতে রাজতন্ত্রের বাইরে থাকা দেশগুলো বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া ও ইংদানেশিয়া সোচ্চার হওয়ার মতো প্রভাবই নেই।
যদিও এ নিয়ে নানা ধরনের বিশ্লেষণ শোনা যায় বিভিন্ন মহল থেকে। অনেকে মনে করেন ইসরায়েলকে ঘিরে আরব দেশগুলোতে চিন্তার ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন এসেছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় থেকে।
আরব-ইসরায়েল সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে মি. ট্রাম্পের ভূমিকা আর ওই অঞ্চলে ইরানের সাথে বিরোধিতার কারণেই অনেক আরব দেশ ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক তৈরির প্রক্রিয়ায় জড়িয়েছে।
তবে সবমিলিয়ে এসব কিছুই মূলত ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুসলিম বিশ্বকে শক্ত অবস্থান নেয়ার ক্ষেত্রে দুর্বল করে রেখেছে বলেই বিশ্লেষকরা মনে করেন।
বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা মনে করেন, আরব দেশগুলো রাজতন্ত্র বা একক শাসন থাকায় যেভাবে জনগণের মতামত উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন সেটি আবার বাংলাদেশ কিংবা পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতে সম্ভব হবে না।
তাই প্রভাব বিস্তারের মতো ক্ষমতা না থাকলেও এসব দেশকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে শক্ত ভাষাতেই কথা বলতে হয়।

সাময়িকী

ভূরাজনীতির আবহে ভারত মায়ানমার সম্পর্ক

অর্ক গোস্বামী
কলামিস্ট

অতীতের চোলরাজাদের সময় থেকে একবিংশ শতাব্দীর বর্তমান দশক অবধি ভারতের ভূ রাজনৈতিক ম্যপে দক্ষিন - পুর্ব এশিয়া নিরবিচ্ছিন্নভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে । বিশ্বায়নের দোরগোড়ায় এই এলাকার ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিচার করে ১৯৯১ সালে সরকার গৃহীত লুক ইস্ট নীতির অভিযোজনের মাধ্যমে উন্নততর আক্ট ইস্ট নীতির বাস্তবায়নের নিরিখে দক্ষিন পুর্ব এশিয়ায় ভারতের বাড়তে থাকা আর্থিক, সামরিক এবং সাংস্কৃতিক গতিবিধি চিনের মাথা ব্যথার কারন হয়ে দাড়িয়েছে। ভু রাজনৈতিক এই লড়াইয়ে তাই মায়ানমারকে সাথে নিয়ে চলা ভারতের জন্য অত্যন্ত লাভদায়ক বলে ওয়াকিবহল মহল মনে করেন। তবে ভূরাজনীতির স্বাভাবিক নিয়মে চিরদিন কারো সমান নাহি যায়! সাম্প্রতিক তিনটি ঘটনা ভারতের জন্য চিন্তার কারন হয়ে দাড়িয়েছে। প্রথমতঃ মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকার, দ্বিতীয়ত উত্তরপুর্ব ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং তৃতীয়ত, মায়ানমারের সীমান্ত এলাকায় ব্যপক হারে মাদকদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি। গনতন্ত্রের অন্যতম পীঠস্থান ভারতের পক্ষে মায়ানমারের সামরিক জুন্টা সরকারের সকল কাজকে বিনা বাক্যব্যয়ে সমর্থন করে যাওয়া ভারতীয় গনতান্ত্রিক মানসিকতার পরিপন্থী। অপরদিকে জুন্টা সরকারের বেজিং প্রীতি ভারতের জন্য অশনিসংকেত বয়ে আনছে । চিনের বেল্ট এন্ড রোড উদ্যোগের জবাবে ভারত মায়ানমার থাইল্যান্ড আন্তর্জাতিক সড়ক প্রকল্পের বাস্তবায়ন বহুলাংশে মায়ানমারের আভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভরশীল। এমতাবস্থায় ভারতকে সাবধানতা অবলম্বন করে এগোতে হবে। ইন্দোনেশিয়ার সাথে অত্যন্ত সুসম্পর্কের ভিত্তিতে সেই দেশের বন্দরগুলিতে ভারতীয় সাবমেরিন আশ্রয় নিতে পারার জন্য নিকটবর্তী মালাক্কা প্রনালীতে ভারতের উপস্থিতি চিনকে চাপে রাখবে এবং চরম কোনো পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বারংবার বিরত করবে ! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মালাক্কা, সুন্দা এবং লোম্বাক এই তিনটে প্রনালী চিনের বিশ্ব বানিজ্যের মুল স্তম্ভ। এই জায়গায় ভারতের সামান্য অবরোধ চিনের আর্থিক বিপর্যয়ের কারন হয়ে দাড়াতে পারে! ফলত ঃ ভবিষ্যতে এই তিনটে প্রনালী মায়ানমারের দিক থেকে আসা চিনের ভূরাজনৈতিক চাপ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য।
দ্বিতীয়ত, দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-পুর্ব ভারতে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকারীরা এবং তাদের মায়ানমারের দোসরেরা ভারত মায়ানমার সীমান্তের ১৬ কিমি অবধি অবাধ যাতায়াতের নিয়মটির অপব্যবহার করে এসেছে। সীমান্তের দুইদিকের প্রায় ২৫০ টি গ্রামের প্রায় ৩ লক্ষ মানুষ ১৫০ টি আলাদা আলাদা এন্ট্রি পয়েন্টের মাধ্যমে এই সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। মনিপুর অশান্তির আবহে বলা যায় এই নিয়মের অপব্যবহারের মাধ্যমে দুই দেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী গুলি নিজেদের দুস্কর্ম চরিতার্থ করবার সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সরকারের উচিত মায়ানমার সীমান্ত বরাবর অবস্থিত তিন রাজ্য মনিপুর, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ডের এর সীমান্তে কড়া নজর রাখা এবং প্রয়োজনে শক্ত হাতে যৌথ উদ্যোগে এর মোকাবিলা করা। বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিসাধন করলে স্থানীয় মানুষ শিক্ষা , স্বাস্থ্য এবং দ্রুততর যাতায়াত ব্যবস্থার সুফল তো পাবেই পাশাপাশি সুরক্ষা বাহিনির কৌশলগত সম্পদ হিসেবে স্থানীয় মানুষ সীমান্ত সংলগ্ন এলাকার নানার গতিবিধির খবর প্রশাসন কে জানাতে পারবে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে গোটা মায়ানমার জুড়ে বিদ্রোহীদের সাথে জুন্টা সরকারের প্রতিনিয়ত সংঘর্ষ চলছে ফলে ভবিষ্যতে যে এই এলাকা আরো হিংসার ছবি প্রত্যক্ষ করবেনা তা জোর দিয়ে বলা যায়না।
তৃতীয়ত, ভূ রাজনীতিতে ত্রিদেশীয় সীমান্ত প্রায়শই কোনো না কোনো বিবাদের কারন হয়ে দাঁড়ায়। ভারত মায়ানমারে সীমান্তে এইজাতীয় ত্রিদেশীয় এলাকা দুটি জায়গায় বিদ্যমান। প্রথমটি অরুনাচলপ্রদেশের দিফু পাসের কাছে ভারত, মায়ানমার এবং চিনের সীমান্তে অবস্থিত এবং দ্বিতীয়টি চট্টগ্রামের রাঙামাটি পার্বত্য এলাকায়! সাম্প্রতিক কালে এই দুই এলাকাকে কেন্দ্র করে অস্ত্র পাচারের একাধিক ঘটনা নজরে এসেছে! ফলতঃ এই জাতীয় স্পর্শকাতর এলাকা গুলির ওপর প্রতিনিয়ত নজরদারী রাখা ভারতের সুরক্ষার জন্য আবশ্যক। ২০২১সালে মায়ানমারের গনতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকারকে হঠিয়ে মিলিটারীর জুঃটা ক্ষমতা দখল করার পর থেকে উল্লেখযোগ্য ভাবে সেই দেশে মাদকের উৎপাদন বেড়ে গিয়েছে যা ভারতের জন্য সামগ্রিকভাবে এবং সীমান্তবর্তী রাজ্য গুলির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে মাথা ব্যথার কারন। জুন্টার সাথে জুন্টাবিরোধী ন্যশনাল ইউনিটি গভর্নমেন্টর সামরিক শাখা পিপলস ডিফেন্স ফোর্সের সশস্ত্র সংঘাত এখন গোটা দেশে ছড়িয়েছে!

জানা অজানা

এই সংঘাত 'গত সপ্তাহে নয়, শুরু হয়েছে ১৯৪৮ সালে' ঃ সাবেক হামাস নেতা

হামাসের সাবেক এক নেতা মন্তব্য করেছেন যে হামাসের সদস্যরা গত শনিবার ইসরায়েলে যে হামলা করেছে তা 'ইসরায়েলের দখল নির্মূল করতে' এবং তিনি হামাস 'সদস্যদের কাজে গর্বিত।' তুরস্কের হাবেরতুর্ক টিভির সাথে কথা বলার সময় হামাসের পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পর্কের প্রধান খালিদ মেশাল মন্তব্য করেন যে এই সংঘাত 'গত সপ্তাহে নয়, ১৯৪৮ সালে শুরু হয়েছে।' তিনি বলেন,ইসরায়েল সবসময় বলে এসেছে যে তাদের সেনাবাহিনী সবচেয়ে শক্তিশালী ও অজেয়। আমরা যখন দেখি যে তারাও কয়েকঘণ্টার মধ্যে হেরে গিয়েছে, আমরাও অবাক হয়ে যাই। হামাস সদস্যরা শিশু, নারীসহ বেসামরিক নাগরিকদের ওপর যে হামলা করেছে, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা তাদের (হামাস সদস্যদের) বারবার বলে এসেছি এই ধরনের কাজ না করতে। কিন্তু যুদ্ধের সময় এমন পরিস্থিতি তৈরি হতেই পারে। ইসরায়েলও কি সবসময় এই কথাই বলে না? তারাও কি বলে না যে তারা এই কাজ (বেসামরিক নাগরিক হত্য) অনিচ্ছাকৃতভাবে করেছে? তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে হামাস কি তাহলে ইসরায়েলি বাহিনীর মতই কাজ করলো? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে দুই পক্ষের কাজের মধ্যে 'বড় পার্থক্য' রয়েছে। আমরা এই ভূখণ্ডের মালিক। বাইরে থেকে যখন শত্রু আসে, সৈন্য বা বেসামরিক ব্যক্তি, সবাই তখন শত্রু। আমার ভূখণ্ডে যেই আসুক (দখল করতে), সেই শত্রু এবং দোষী।

সময় গড়িয়ে যাচ্ছে ইসরাইলি উচ্ছেদ আদেশের দ্রুত সরে যাচ্ছে গাজাবাসী

আইডিএফ নিশ্চিত করেছে, হামাস গাজায় ১২০ জনের বেশি বেসামরিক নাগরিককে জিম্মি করে রেখেছে। গাজার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছে, গাজার উত্তরাঞ্চল খালি করার লক্ষ্যে চালানো ইসরাইলি বিমান হামলায় ৭০ জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে ২০০ জন ইসরাইল জানিয়েছে, তারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহর একটি অবস্থানে হামলা চালিয়েছে। গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ১১ লাখ বেসামরিক নাগরিককে সরিয়ে নেয়ার জন্য আইডিএফের আহ্বান উপেক্ষা করতে বলেছে হামাস। এর আগে, বেসামরিক নাগরিকদের,নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণে সরে আসতে বলেছিল আইডিএফ। জাতিসংঘ বলছে, গাজায় ৪ লাখ ২৩ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে, মানবিক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রচার করেছে রাশিয়া। গত ৭ অক্টোবর হামাস আকস্মিক হামলা শুরু করার পর থেকে এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৩,২০০ জন প্রাণ হারিয়েছে। গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে সরে যাওয়ার জন্য ইসরাইলের আদেশের সময়সীমা দ্রুত এগিয়ে আসছে। এমন পরিস্থিতিতে,ভূখন্ডের উত্তরাঞ্চলে বসবাসরত ফিলিস্তিনিরা শুক্রবার হামাস নিয়ন্ত্রিত ভূখণ্ডে ইসরাইলের বড় ধরনের স্থল আক্রমণের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি সরে যাচ্ছে। গত সপ্তাহে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর ও গ্রামগুলোতে হামাসের যোদ্ধারা হামলা চালিয়ে ১,৩০০ ইসরাইলিকে হত্যা এবং বহু মানুষকে জিম্মি করে হত্যা করে। এরপর ইসরাইলি প্রতিরক্ষা বাহিনী হামাসকে নির্মূল করার প্রতিজ্ঞা করে এবং শুক্রবার ভোরে নিশ্চিত করে, তারা গাজা শহরের বাসিন্দাদের নিজেদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সেখান থেকে চলে যাওয়ার বিষয়ে তাদের অবহিত করেছে। আইডিএফের মুখপাত্র লেফটেন্যান্ট কর্নেল জোনাথন কনরিকাস সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ (আগের টুইটার) লাইভ স্ট্রিমিং ব্রিফিংয়ে বলেন, আর একটি ঘোষণায় ফিরে আসার অনুমতি দেয়া হলে, তবেই কেবল আপনারা গাজা শহরে ফিরে আসতে পারবেন। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামাস সকলকে নিজ নিজ বাড়িতে অবিচল থাকার এবং দখলদারিত্বের এই জঘন্য মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের মুখে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে।ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপান ও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে। জাতিসংঘে নিযুক্ত ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত রিয়াদ মানসুর শুক্রবার সাংবাদিকদের বলেন, ইসরাইলের উচ্ছেদের আদেশ লাখ লাখ ফিলিস্তিনির জন্য জাতিগোষ্ঠীগত নিধনের শামিল যাদের পালিয়ে যাওয়ার কোনো যায়গা নেই।

পাঠকের চিঠি

প্রক্রিয়া জাত খাদ্যের মাদক সত্তা

মাদক শব্দটি উচ্চারন করলে সাধারনত আমাদের চোখের সামনে হেরোইন, তামাকজাত দ্রব্য, মদ ইত্যাদির ছবি ভেসে ওঠে। এইক্ষেত্রে সচরাচর কোনো খাদ্যদ্রব্যের কথা আমাদের মাথাতে আসার কথা নয়। তবে সম্প্রতি ব্রিটিশ মেডিকাল জার্নালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পত্র দাবী করেছে যে অতি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য(আলট্রা প্রসেস্ড ফুড) আমাদের মস্তিস্কের অভ্যন্তরে মাদক দ্রব্যের সমতুল্য উত্তেজনা সৃষ্টি করতে সক্ষম। গবেষনা পত্রটি বলছে প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে যে অনুপাতে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যাট মেশানো হয় সেটি সবদিক থেকে প্রাকৃতিক অনুপাতের পরিপন্থী। উদাহরন স্বরুপ বলা যায় আপেলে কার্বোহাইড্রেট এবং ফ্যটের অনুপাত ১০ঃ, সালমন মাছে এই অনুপাত ০ঃ কিন্তু প্রক্রিয়া জাত চকোলেটে এই অনুপাত ১ঃ১, যার ফলে এই জাতীয় খাদ্যের প্রতি তৈরি হওয়া তীব্র আকর্ষণ মানব মস্তিস্ক এড়িয়ে যেতে পারেনা। দেখা গেছে যে উল্লেখিত খাদ্য গ্রহনের পরে মস্তিস্ক থেকে ক্ষরিত ডোপামাইন হরমোনের পরিমান এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণের পরে নিঃসৃত ডোপামাইনের পরিমান প্রায় সমতুল্য। গবেষনাটি করার সময় কিছু মানুষকে নির্বাচন করা হয়েছিলো যারা নিয়মিত অতি প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন আইসক্রিম, পিৎজা, ফিজি পানীয় খেয়ে অভ্যস্ত। এই নির্বাচিত মানুষজনদের কিছু দিন এইজাতীয় খাবার বন্ধ করে দিতেই তাদের মধ্যে ভয়াবহ ড্রাগ উইথড্রয়াল লক্ষন গুলি দেখা দিতে শুরু করে। এর থেকে অনুমান করাই যায় যে গোটা বিশ্বে কত কোটি কোটি মানুষ নিজেদের অজান্তে ড্রাগের সমতুল্য নেশায় আক্রান্ত। সাধারনত আধুনিক গনতান্ত্রিক কাঠামোতে রাস্ট্র সচরাচর নাগরিকদের খাদ্যাভ্যাসের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা জারী করবেনা এটাই সার্বজনীন রীতি তবে যদি দেখা যায় কোনো খাদ্য দ্রব্য সামগ্রিকভাবে সমাজ তথা একটি প্রজন্মকে ক্ষতি সাধনের শক্তি অর্জন করে ফেলেছে সেক্ষেত্রে বৃহত্তর স্বার্থে বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ প্রচারের অধিকার রাষ্ট্রযন্ত্রের থাকা জনস্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলদায়ক। গবেষণা পত্রিকাটির মতে বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যার প্রায় ১৪ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এবং ১২ শতাংশ শিশু এই নব্য খাদ্যমাদকাতয় ইতি মধ্যেই আক্রান্ত। জনস্বাস্থ্যবিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে আজ বোঝানো গেছে যে তামাক এবং অ্যালকোহল স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। একই বিষয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের প্যাকেজিং এবং বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। একথা মনে রাখতে হবে যে ড্রাগ অপেক্ষা খাদ্যের ওপর বিধিনিষেধ পালন করা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য কাজ কারন খাদ্য একটি নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য তাই বিধিনিষেধের পাশাপাশি মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস এবং সচেতনতা বৃদ্ধির দিকেও নজর রাখতে হবে। এছাড়া প্রক্রিয়াজাত খাদ্যে অধিক কর বসানো, এই জাতীয় অধিকাংশ খাদ্যের যে বিশেষ কোনো পুষ্টিগুণ নেই, ইত্যাদির বিরামহীন প্রচারের মাধ্যমে জনসাধারণের সচেতনতা নিকট ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাবে বলে মনে হয়। বর্তমানা সরকার ন্যুনতম যে কাজ টি করতে পারে সেটি হলো এইজাতীয় খাবারের প্যাকেটে বড়বড় অক্ষরে উপাদান ভিত্তিক ক্যালোরি মুল্য লেখা বাধ্যতামূলক করা, পাশাপাশি এইজাতীয় খাবারের সাথে মেদ বৃদ্ধি সম্পর্কিত সতর্কবানী প্যাকেটে লেখা । পরিশেষে প্রতিটি মানুষের খাদ্যাভ্যাসের ওপর নিজস্ব সংযমই শেষ পর্যন্ত এইজাতীয় সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী সমাধান বাস্তবায়িত করা সম্ভব । এইক্ষেত্রে প্রতিটা মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং জনস্বাস্থ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে নিজস্ব যোগ্যতা অনুযায়ী সচেতনতার প্রাসার ঘটাবে। **অর্ক গোস্বামী, আসানসোল, জেলা - পশ্চিম বর্ধমান**

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক : রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এইচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক : আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন : ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স : ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

সনাতনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বিরোধী জোট মহাপাপ করছে তবে সাধারণ মানুষ এর জবাব দেবেন বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সূর্য চন্দ্র যতদিন থাকবে ততদিন ৫০০০ বছর পুরানো সনাতন ধর্ম থাকবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের মন্তব্যের ফের কড়া সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সনাতনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বিরোধী জোট পাপ করছে। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই বিরোধী পক্ষকে সাধারণ জনতা উচিত জবাব দেবেন। সূর্য চন্দ্র যতদিন থাকবে ততদিন ৫০০০ বছর পুরানো সনাতন ধর্ম থাকবে বলেও দৃঢ় সুরে ঘোষণা করেছেন তিনি।

প্রসঙ্গত প্রবাদ অনুযায়ী মহালয়া সম্পর্কে হিন্দু ধর্মে মনে করা হয় যে পিতৃ পুরুষের আত্মা এই সময়ে পরলোক থেকে ইহলোকে আসেন জল এবং পিন্ড লাভের আশায়। ফলে এই মহালয়া উপলক্ষে তর্পনের মাধ্যমে প্রয়াত পিতৃপুরুষদের জল পিণ্ড প্রদান করে তাদের তৃপ্ত করার নিয়ম রয়েছে। এর জন্যই মহালয়ার ভোরে রাজ্যের বিভিন্ন শহরের নদীতে সাধারণ মানুষ উপস্থিত হয়ে তর্পণ করেন। এক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তবে তিনি রাজ্যে নয় বরং শনিবার ভোর হরিদ্বারে উপস্থিত হয়ে প্রতিবছরের মত নারায়ণ শিলাতে যজ্ঞ করে এবারও পিতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পুজো অর্চনা করেছেন।

এরপর সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রতিবছর অমাবস্যার দিনটিতে তিনি নারায়ণ শিলা

মন্দিরে আসেন। এবারও এখানে এসে পিতৃপক্ষের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পূজা অর্চনা করেছেন। এর ফলে তার মনটি যথেষ্ট পবিত্র অনুভব করছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ভারতে কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যারা চাইছেন এই দেশে যেই সনাতন ধর্মের পরম্পরা রয়েছে সেটা সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়ে যাক। কিন্তু সনাতন এতো মজবুত এতো শক্তিশালী যে সেটা ৫ হাজার বছর থেকে ভারতবর্ষে রয়েছে। যতদিন চন্দ্র সূর্য থাকবে ততদিন সনাতন থাকবে। তিনি বলেন সনাতনের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে বিরোধী জোট পাপ করছে। তবে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে এই বিরোধী পক্ষকে সাধারণ জনতা নিশ্চিতভাবে এর উচিত জবাব দেবেন বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

আশালতা বিকলাঙ্গ কেন্দ্রর পরিসরে মান সরোবর গার্ডেনে ডান্ডিয়া

নবরাত্রির সন্ধ্যায় সেক্টর ফাইভ স্থিত আশালতা বিকলাঙ্গ কেন্দ্রর পরিসরে মান সরোবর গার্ডেনে ডান্ডিয়া নৃত্যের আযোজন বিশাল ভাবে সফলতার মুখ দেখল। কাতারে কাতারে ভিড়ের মাঝে বহু মহিলা, যুবতী, শিশুরা পর্যন্ত নৃত্যে ব্যস্ত। দূর্গা পূজা শুরু হয়ে গেল, ষষ্ঠী পর্যন্ত কয়েক জায়গায় আরো ডান্ডিয়া নৃত্যের আযোজন যা শহরের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টার ও ব্যানারে ভরে গেছে। গত সন্ধ্যায় এই সফল ডান্ডিয়া নৃত্যের আযোজন করেন, তাদের মধ্যে মুখ্য অতিথি ছিলেন সিআইএসএফ ডিআইজি কমলেন্দ্র প্রতাপ সিংহ, ডিবিএস স্কুলের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ড.হেমলতা এস মোহন, বোকারো বিধায়ক এর স্ত্রী নীনা নারায়ণ,কুন্দন সিংহ, কিসু সিংহ, চন্দনা মন্ডল, মণীশ কুমার, সহ অন্যান্য গন্যমান্য ব্যাক্তিত্ব।

মমতা সরকার বাগমুন্ডি ব্লকের ৪৬টি পূজা কমিটিকে ৭০,০০০ টাকা করে অনুদান দিয়েছে

জামশেদপুর (অনিশা গোরাই) ঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্য সরকার সময়ে সময়ে পুজো কমিটিগুলিকে বিভিন্ন ভাবে অনুদান দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যে এই বছরের পুজোর সময় প্রতিটি পূজা কমিটিকে ৭০,০০০ টাকা অনুদান হিসাবে দেওয়া হবে। বাঘমুন্ডি থানা আযোজিত একটি অনুষ্ঠানে, বাঘমুন্ডি ব্লকের বিভিন্ন স্থানের ৪৬টি দুর্গা পূজা কমিটিকে পুরুলিয়া জেলার পুলিশ সুপার অভিজিৎ ব্যানার্জির করকমলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূজা অনুদান প্রদান করেন। বাঘমুন্ডির বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বংদ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের নতুন রেকর্ড গড়ছেন। তিনি বলেন যে তৃণমূল সরকারের দরিদ্রদের পাশাপাশি সমস্ত শ্রেণী, বর্ণ এবং ধর্মের প্রতি ইতিবাচক চিন্তাভাবনা রয়েছে। এই উপলক্ষ্যে পুরুলিয়ার জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বংদ্যোপাধ্যায়, বাঘমুন্ডি বিধায়ক সুশান্ত মাহাতো, ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক দেবরাজ ঘোষ, বাগমুন্ডি থানার ওসি রজত চৌধুরী, জেলা পরিষদের আধিকারিক নমিতা সিং মুরা, পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি মানস মেহতা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেসের টিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে রয়েলটি এবং উইনেবিলিটি প্রসঙ্গে উত্তাল বিরোধী পক্ষের রাজনীতি

লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে দলটির ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করাকে কেন্দ্র করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে অসন্তোষ, ব্যাপক প্রতিক্রিয়া

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ কংগ্রেসের হঠাৎ তৎপরতা শুরু। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে সবাইকে চমক দিয়ে ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি। দলটির এই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই বিরোধীপক্ষে ব্যাপক অসন্তোষ, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। তবে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে কংগ্রেসের টিকেট প্রদানের ক্ষেত্রে রয়েলটি এবং উইনেবিলিটি প্রসঙ্গে উত্তাল বিরোধী পক্ষের রাজনীতি। কংগ্রেসের উইনেবিলিটি, রয়েলটির অর্থ গান্ধী পরিবারের প্রতি আনুগত্যশীল

হওয়া বলে মন্তব্য করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তাছাড়া এআইইউডিএফ এর বিধায়করাও একইভাবে এই বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

প্রসঙ্গত বারোটি দলের সঙ্গে মিত্র জোটে থাকার পরেও রাজ্যের প্রতিটি অর্থাৎ ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রের জন্য সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। ফলে স্বাভাবিকভাবেই দলটির সঙ্গে থাকা বিরোধী ঐক্য মঞ্চের ১১ টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। রাইজর দলের সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈ, অসম জাতীয় পরিষদের উপসভাপতি দুলু আহমেদ এবং অসম তৃণমূল কংগ্রেস এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেও বাকি দলগুলো আপাতত নীরবে রয়েছে। দায়িত্বসিপিআইএমের বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আলোচনা করে দলটি বরপেটা লোকসভা কেন্দ্র ছেড়ে দেবে বলে আশ্বাস দিলেও অবশেষে বরপেটা কেন্দ্রের সম্ভাব্য প্রার্থী তালিকা ঘোষণার হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে এই বিষয়টিতে আশঙ্কায় ভুগছে সিপিআইএম। অসম জাতীয় পরিষদের নেতা দুলু আহমেদ বলেছেন কংগ্রেসের এটাই চরিত্র । শুধুমাত্র অর্থের ক্ষেত্রে লাভালাভের জন্য কংগ্রেস এই পদক্ষেপ নিয়েছে। নিজেদের বিগ ব্রাদারের দায়িত্ব পালন করতে অসমর্থ্য দলটি বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তিনি। কিন্তু এর জবাবে দুলু আহমেদকে তোয়াক্কা করতে নারাজ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। তিনি বলেন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ এক্ষেত্রে কোন মন্তব্য করেননি। দলটির নেতা দুলু আহমেদকে তিনি চেনেন না বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। তবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা এক্ষেত্রে নিজের স্থিতিস্পষ্ট করে সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করাকে এক ধরনের ব্যাকআপ প্ল্যান বলে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক সমীক্ষা হবে প্রার্থীত্ব প্রত্যাশী প্রতিজন নেতার। সমীক্ষা করা ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো কংগ্রেসের প্রার্থীত্ব প্রত্যাশী তালিকা। অর্থাৎ যেকোনো কেন্দ্র থেকে যদি দল প্রার্থী পক্ষেপ করে তাহলে কে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন সেটারই এই তালিকা এক ধরনের প্রস্তুতি বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। সভাপতি বলেছেন বৈঠকে আলোচনা অনুযায়ী এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে। শুধুমাত্র সমীক্ষা করা ব্যক্তিদের সুবিধার জন্য এই তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

একইভাবে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার মন্তব্য অনুযায়ী ২০২৬ সালের প্রতিজন বিধায়ক দলের টিকিট পাবেন না। তিনি এক্ষেত্রে বলেছেন প্রত্যেকে টিকেট পাবেন না সেটা নয় কিন্তু দলের ২৪ জন বিধায়কই টিকিট পাবেন না। দলের টিকেট বিতরণের ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি রয়েলটি এবং উইনেবিলিটি থাকার কথা বলেছেন ফলে বর্তমানের ২৪ জন বিধায়কের প্রত্যেকে টিকেট না পাওয়ার অর্থ এর মধ্যে গাদ্দার কুলাঙ্গার বিশ্বাসঘাতক বিধায়ক রয়েছেন বলে পরোক্ষভাবে ঘোষণা করেছেন তিনি। এবার এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দলটির বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডল বলেছেন যেভাবে ভুয়া আইপিএস অফিসার, ভুয়া পুলিশ অফিসার, ভুয়া ডিসি, ভুয়া কাস্টম অফিসার রয়েছে সেই ক্ষেত্রে ভুয়া কংগ্রেসি থাকা বিচিত্র নয়। তবে অন্যান্য বিধায়করা নিজেদেরকে রাহুল গান্ধী তথা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ রয়েল বলে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের প্রার্থীত্ব পাওয়া সংক্রান্তে ১০০ শতাংশ রয়েলটি থাকার বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। তিনি বলেন উইনেবিলিটি কংগ্রেসের জন্য প্রধান শর্ত নয়। দলটিতে ভালো মানুষ কাজ করলেও টিকেট পান না। দলটির টিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত রয়েল হওয়া অর্থাৎ গান্ধী পরিবারের প্রতি রয়েল ভূপেন বরার প্রতি রয়েল থাকা। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। এআইইউডিএফ এর তরফে এই বিষয়গুলো নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। দলটির একাধিক বিধায়ক উত্থাপন করা অভিযোগ অনুযায়ী ৮৪ জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে কংগ্রেস বিরোধী ঐক্য মঞ্চের অন্যান্য দলগুলোকে প্রবঞ্চনা করেছে। তাছাড়া রয়েল এবং উইনেবিলিটির কথা বলে দলটির মধ্যে সভাপতি ভূপেন বরা ভাঙ্গন সৃষ্টি করছেন বলে উল্লেখ করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়করা। উল্লেখ্য অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির মুখ্য কার্যালয় রাজিব ভবনে আযোজিত এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা এপিসিসির তত্ত্বাবধায়ক জিতেন্দ্র সিংহের সঙ্গে দলটির নেতৃত্ব এক আলোচনা মিলিত হয়েছিলেন। সেই বৈঠকের মাধ্যমে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য ৮৪ জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি।

হাওড়া সেতুতে বন্ধ সমস্ত যান চলাচল! আদিবাসী সংগঠনের মিছিলে চরম ভোগান্তিতে নিত্যযাত্রীরা

কলকাতা ঃ আদিবাসী সংগঠনের মিছিলের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল হাওড়া সেতু। দাঁড়িয়ে রইল সারি সারি যাত্রিবাহী বাস। কত ক্ষণ ধরে এই মিছিল চলবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে আন্দোলনকারীরা জানাচ্ছেন, ধর্মতলার উদ্দেশে যাবে এই মিছিল। হাওড়া সেতু থেকে ব্রেবোর্ন রোড ধরে এগোবে মিছিল। শুক্রবার সকাল ৯টা নাগাদ আচমকাই হাওড়া সেতুতে শুরু হয় অবরোধ। রাস্তার উপর পতাকা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধিদের। তাঁদের দাবি, কুড়মিমাহাতোরা চাইছেন জোর করে তফসিলি জনজাতির তকমা পেতে। রাজনৈতিক মদতও পাচ্ছে তারা। তারই প্রতিবাদে পথে নেমেছে 'ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন্স'। যে সংগঠনের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আদিবাসী সংগঠন। শুক্রবার সকালে একটি সভাও রয়েছে তাদের। হাওড়া স্টেশনে প্রথমে জড়ো হচ্ছেন আদিবাসীরা। সেখান থেকে তাঁরা নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছেন। বেশির ভাগ মানুষজনই হাওড়া সেতুর উপর দিয়ে হেঁটে পারপার হচ্ছেন। এর ফলে দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। তাঁরা বাস থেকে নেমে পড়তে বাধ্য হন। ক্ষোভ উগরে দেন প্রশাসনের দিকে। হাওড়া সেতু ধরে মিছিল এগোচ্ছে কলকাতার ব্রেবোর্ন রোডের দিকে। এর ফলে সেতু দিয়ে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জায়গায় জায়গায় ট্র্যাফিক মোতায়েন থাকলেও তাঁদের খুব একটা সক্রিয় ভূমিকায় দেখা যায়নি বলে ক্ষোভ যাত্রীদের একাংশের। স্ট্র্যান্ড রোডমুখী রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিকল্প উপায়েও গন্তব্যে পৌঁছোতে পারছেন না অফিসযাত্রীরা। তাঁদের এক জনের কথায়, ''কী কারণে এই মিছিল, আমরা জানি না। কিন্তু কাজের সময়ে এ ভাবে হয়রানি হতে হলে খুব মুশকিল।'' লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা মিনি বাসের এক কন্ডাক্টরেরও দাবি, মিছিল সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন না। তাই সেতুর উপর দীর্ঘ ক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন বাস নিয়ে। কখন এই মিছিল শেষ হবে, কখন যেতে পারবেন গাড়ি নিয়ে, কিছুই জানেন না। এই মিছিলের ফলে চাপ বাড়ছে বড়বাজারসহ কলকাতার একাধিক অঞ্চলের রাস্তায়। শুক্রবার সারা দিনই এই ভোগান্তি চলতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সেপ্টেম্বর মাসে ১০৮৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড

মালিগাঁও(সব্যসাচী দে) ঃ অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ বহাল রাখতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পঞ্জীয়ন করে আসছে। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ১০৮৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। ২০২৩এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই অর্থবর্ষে ৬৭৩৫টি পণ্যবাহী রেক উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে আনলোড করা হয়েছে।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, সার, সিমেন্ট, কয়লা, অটোমোবাইল, কনটেইনারের মতো পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং নিজস্ব অধিক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সময়সীমার মধ্যে অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের ৬১৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩৩৩টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৮৪টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৭টি রেক, মণিপুরে ১১টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ৬টি রেক এবং মিজোরামে ৫টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, সংশ্লিষ্ট মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২০৫টি পণ্য রেক ও বিহারে ১৪২টি পণ্য রেক আনলোড করা হয়েছিল।উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দ্বৈতকরণের কাজ দ্রুতগতিতে সম্পাদন করা হচ্ছে যার ফলে পণ্যবাহী ট্রাফিকের অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে পণ্য আনলোডিং বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচলও বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘অস্ট্রেলিয়ার জন্য প্রতিটি ম্যাচই এখন ফাইনাল’ ঃ প্যাট কামিন্স

কলকাতা ঃ বিশ্বকাপের প্রথম দুই ম্যাচে হেরে এখন কোণঠাসা অস্ট্রেলিয়া। অন্যতম ফেবারিট হিসেবে খেলতে এসে প্রথম দুই ম্যাচেই বাজেভাবে হেরে বসেছে তারা। প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ধরাশায়ী হয়েছে স্বাগতিক ভারতের কাছে। ১৯৯ রানে অলআউট হওয়া অস্ট্রেলিয়া সেদিন ম্যাচ হেরেছিল ৬ উইকেটে। পরের ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্যাট কামিন্সদের হারের ধরন ছিল আরও বাজে।

৩১২ রানের জবাবে ১৭৭ রানে অলআউট হয়ে হারতে হয়েছে ১৩৪ রানে। আগামীকাল শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে হারলে চোখ রাঙাতে শুরু করবে বিশ্বকাপ থেকে বিদায়ও। তবে দুই হারের পর এখন ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া প্যাট কামিন্সের দল। ম্যাচপূর্ব সংবাদ সম্মেলনে এসে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, এখন প্রতিটি ম্যাচই তাঁদের জন্য ফাইনাল এবং তাঁরা পরিস্থিতি বদলে দিতে চান। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের পর দলের অবস্থা কেমন জানতে চাইলে কামিন্স বলেছেন, ‘আমরা একেবারেই আদর্শ জায়গায় নেই। আমার মনে হয়, শেষ ম্যাচের পর আমরা সবাই কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। তবে গত কয়েক দিন আমরা সবাই খুব ভালো অবস্থায় আছি। সবাই নিজেদের আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত। সবাই চেষ্টা করতে চায় এবং নিজেদের ভুলগুলো সংশোধন করতে চায়। সব মিলিয়ে দলের মানসিকতা খুবই দারুণ। পরিস্থিতি বদলে দিতে সবাই এখন মরিয়া।’ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচের লক্ষ্য এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে হারের কারণ নিয়ে কামিন্স আরও বলেছেন, ‘প্রথমত জিততে চাই। আমাদের শুরুটা মোটেই ভালো হয়নি, তবে আশা করি পরিস্থিতি বদলে দিতে পারব। আমি মনে করি, আমরা শেষ দিকে (আগের ম্যাচে) খুব ভালো বল করেছি। তবে তারা পুরো ইনিংসে ভালো বল করেছে। শেষ ম্যাচে কাটার খুব ভালো কাজ করেছে। আর এখানকার মাঠও কিছুটা বড় হওয়ায় কাটারে ভালো সহায়তা পাওয়া যায়।’

অস্ট্রেলিয়া নিজেদের ব্র্যান্ডের ক্রিকেট খেলতে পারছে না। কেন এমন হচ্ছে জানতে চাইলে কামিন্সের উত্তর, ‘আমি এখনো বুঝতে পারি না, অস্ট্রেলিয়ান ধরনের খেলাটা আসলে কেমন? কোনো সন্দেহ নেই, যে মানের ক্রিকেট আমরা খেলি, সেটা ধরে রাখতে পারছি না। আমরা লাইনচ্যুত হয়েছি এবং দুই ম্যাচেই বিধ্বস্ত হয়েছি। যখন আমরা নিজেদের সেরাটা খেলি, তখন বড় সংগ্রহ গড়তে পারি। প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতে পারি। মাঝামাঝি ওভারগুলোয় বোলাররা উইকেট নিতে পারে, যার কোনোটাই আমরা এখনো করতে পারিনি। আমরা জানি, এগুলোই আমাদের ভালো দলে পরিণত করে।’ দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচে শুরুতে বোলিং ভালো না হলেও শেষ দিকে দারুণভাবে লড়াইয়ে ফিরেছিল অস্ট্রেলিয়া। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল প্রোটিয়ারা ৩৫০ ছাড়িয়ে যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৩১১ রানে থামে তারা। নিজেদের বোলিং নিয়ে কামিন্স বলেছেন, ‘হ্যাঁ এটা বেশ ইতিবাচক ব্যাপার। একপর্যায়ে যখন ম্যাচের ১৫ ওভার বাকি, তখন তাদের ২ উইকেট পড়েছিল। আমাদের ৩৫০ চোখ রাঙাচ্ছিল। তাই তাদের ৩০০-এর একটু বেশিতে আটকে রাখতে পারা দারুণ ছিল। এটা প্রমাণ করে যে প্রতি ম্যাচেই মানদণ্ড বজায় রাখতে হবে।’ অস্ট্রেলিয়ার যে এখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে, তা অজানা নেই কামিন্সের। তাই এখন সব ম্যাচকেই ফাইনাল হিসেবে দেখছেন অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক, ‘আমরা এখন ২-০ তে পিছিয়ে আছি। আমাদের জেতা শুরু করতে হবে এবং খুব দ্রুতই। এখন প্রতিটি ম্যাচই অনেকটা ফাইনালের মতো। সবগুলো ম্যাচ আমাদের জিততে হবে।’

বিশ্বকাপের ম্যাচটা ‘মনে হয়েছে বিসিসিআইয়ের কোনও ইভেন্ট’

আহমেদাবাদ ঃ ভারতের মাটিতে বিশ্বকাপে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ম্যাচটিতে পাকিস্তান ভারতের কাছে সাত উইকেটে হেরে গেছে। ভারতের বোলার কিংবা ব্যাটারদের কাছে পাত্তাই পায়নি পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। এরই মধ্যে পাকিস্তানের টিম ডিরেক্টর মিকি আর্থার ম্যাচ শেষে প্রেস কনফারেন্সে এই ম্যাচের একপাক্ষিক দর্শক ও ম্যানেজমেন্টের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ভারত যখন ব্যাটিংয়ে, রোহিত শর্মার একেকটা ছক্কার বিপরীতে তুমুল উল্লাসে ফেটে পড়ছিল গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের লাখো ভারত সমর্থকরা। এর বিপরীতে পাকিস্তান উইকেট নিলে গোটা স্টেডিয়ামে নীরবতা ছিল লক্ষণীয়। পাকিস্তানের ব্যাটিংয়ের সময় দেখা গেছে বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান যখন একটা জুটি গড়ে পাকিস্তানের ব্যাটিং এগিয়ে নিচ্ছিল তখন গ্যালারিতে তেমন কোনও উল্লাস দেখা যায়নি, বাবরের উইকেট পড়ার সাথে সাথেই গ্যালারি জীবন্ত হয়ে ওঠে। মিকি আর্থার ম্যাচ শেষে বলেন, যদি সত্যি বলি এটা বিশ্বকাপের ম্যাচ মনেই হয়নি, মনে হয়েছে বিসিসিআইয়ের কোনও ইভেন্ট। আমি মাইক্রোফোনে দিল দিল পাকিস্তান শুনিনি তেমন। দিল দিল পাকিস্তান পাকিস্তানের একটা জনপ্রিয় স্লোগান, দলকে উদ্বুদ্ধ করতে পাকিস্তানের সমর্থকরা এই স্লোগান দেন। আর্থার এটাকে অজুহাত হিসেবে দেখাতে চাননা। তবে তিনি এও বলেছেন এটার ‘একটা ভূমিকা থাকে’। আমাদের জন্য মূল বিষয় ছিল পরের বলটা কীভাবে মোকাবেলা করবো। কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিপক্ষে লড়বো আমরা? বিশ্বকাপের মতো একটা ইভেন্টের ম্যাচে এমন এক তরফা সমর্থন কি ন্যায্য কি না এমন প্রশ্নের জবাবে মিকি আর্থার কোনও উত্তর দেননি। তিনি বলেছেন, কোনও ধরনের জরিমানা পেতে চাননা তিনি।

তবে আর্থার এটা মানছেন যে ভারত খুবই ভালো ক্রিকেট দল, রাহুল দ্রাবিড় ও রোহিত শর্মা দলটা ভালো পরিচালনা করছে এবং ভারতের এই দলটার সাথে আবারও ফাইনালে মুখোমুখি হওয়ার আশা করছেন তিনি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচকে কেন্দ্র করে ‘শেম অন বিসিসিআই’ এখন টুইটারে ট্রেন্ডিং। ভারতের চরমপন্থী সংগঠন শিব সেনার এক নেতা উদ্ভব ঠাকরে ‘শেম অন বিসিসিআই’ হ্যাশট্যাগ দিয়ে বিসিসিআইয়ের কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তোলেন টুইটারে। তিনি গুজরাটে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের অভ্যর্থনা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। আজ বিসিসিআই পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের ফুল দিয়ে বরণ করেছে, যারা আমাদের সৈনিকদের ওপর বুলেট ছুড়েছে। বিজেপির এই নেতারাই কি আবার সৈনিকদের ছবি নির্বাচনের সময় প্রচারণায় ব্যবহার করবেন? যারা এখন পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে স্বাগত জানাচ্ছে?। তিনি আরও লিখেছেন, এই মানুষগুলো ভারতীয় সৈনিকদের মৃত্যুর কষ্টটা হৃদয়ে ধারণ করেন না। তারা শুধু নির্বাচনের সময় দেশপ্রেম ও যুদ্ধ নিয়ে বড় বড় কথা বলেন। পাকিস্তানের জন্য লাল গালিচা বিছাতে তাদের কোনও লজ্জা হয় না। এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের তরফ থেকে কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। পাকিস্তানের জাতীয় ক্রিকেট দল ২০১৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পরে এবারই প্রথম ভারতের মাটিতে খেলতে গেল। প্রায় ১৫ বছর ধরেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ক্রিকেটীয় সম্পর্কে রাজনৈতিক প্রভাব তুঙ্গে রয়েছে, যে কারণে ২০১৩ সালের পর এই দুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র একে অপরের বিপক্ষে দ্বিপাক্ষিক কোনও সিরিজেও মুখোমুখি হয়নি। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানেই একটা সময় ছিল সাচিন টেন্ডুলকার বনাম শোয়েব আখতার দ্বৈরথ, এবারও বিশ্বকাপের এই ম্যাচ ঘিরে সাচিন-শোয়েব টুইটারে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি করেছেন। শোয়েব আখতার একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যেখানে তিনি সাচিন টেন্ডুলকারকে আউট করেছেন, ক্যাপশনে তিনি পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে, ঠাণ্ডা থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এর বদলে সাচিন টেন্ডুলকার ম্যাচ শেষে পালটা জবাব দিয়েছেন, বন্ধু, তোমার পরামর্শ মানা হয়েছে এবং সব ঠাণ্ডা রয়েছে এখন। পাকিস্তান ক্রিকেট দল বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং সব বিভাগেই ভারতের কাছে বিপর্যস্ত হয়েছে। এই পোস্টটা গোটা উপমহাদেশেই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে উন্মাদনার বহিঃপ্রকাশ একটা। শনিবার নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে তিল ধারণের জায়গা ছিল না বলে মনে হয়েছে টেলিভিশন ক্যামেরায় ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা টসে জিতে পাকিস্তানকে ব্যাট করার আমন্ত্রণ জানান। ভারত এখন ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের এক নম্বর দল, দুই নম্বরে আছে পাকিস্তান, তবে ম্যাচ দেখে মনে হয়েছে ব্যবধানটা আরও বেশি। ভারত ১১৭ বল হাতে রেখে ম্যাচ জিতেছে এবং এটা পাকিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের অষ্টম জয়। রোহিত শর্মা গ্যালারিকে ও পৃথিবীজুড়ে ক্রিকেট সমর্থকদের মুগ্ধ করেছেন ব্যাট হাতে তবে বল হাতে নিয়ন্ত্রিত স্পেল করা জসপ্রিত বুমরাহ পেয়েছেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। সাত ওভারে ২ উইকেট নিয়েছেন তিনি ১৯ রান দিয়ে। ম্যাচ শেষে বুমরাহ বলেন, তিনি রাভিন্দ্রা জাডেজার বল টার্ন করাতে স্লো বল দেয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন এবং তা কাজেও লেগেছে। ম্যাচ শেষে ভারতের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেন, একটা সময় মনে হচ্ছিল ২৭০-২৮০ এর মতো স্কোর করবে পাকিস্তান। কিন্তু বোলাররা ম্যাচটাকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসেন। আমাদের পরিকল্পনা কাজে লাগছে এবং সব ক্রিকেটারই সুযোগ পেয়ে নিজেকে প্রমাণ করছেন। বিশ্বকাপ একটা লম্বা আসর, এখানে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে ওঠার আগেই নয়টা ম্যাচ রয়েছে। আমরা এখন ভালো দলের বিপক্ষ খেলছি এবং যে কোনও দিন জয়ের আশা রাখি।

ভারতের জয়ের পর শোয়েব আখতারের টুইটের জবাব দিলেন টেন্ডুলকার

আহমেদাবাদ ঃ শোয়েব আখতার টুইটটি করেছিলেন ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে। সেই টুইটে তিনি খোঁচা দিয়েছিলেন কিংবদন্তি শচীন টেন্ডুলকারকে। তাঁর জবাবে টেন্ডুলকার চুপ করেই ছিলেন। কিন্তু খোঁচাটা যে তিনি সেভাবে হজম করতে পারেননি, তা বোঝা গেছে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ শেষে। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত ১১৭ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে পাকিস্তানকে হারানোর পর শোয়েব আখতারের টুইটের জবাব দিয়েছেন টেন্ডুলকার। সেই জবাবে ছিল পাল্টা খোঁচা।

ম্যাচের আগে দুই দলের সাবেকরাই জড়িয়ে পড়েছিলেন কথার লড়াইয়ে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগে বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এর মধ্যেই পাকিস্তানের সাবেক ফাস্ট বোলার শোয়েব আখতার টুইট করেছিলেন টেন্ডুলকারকে নিয়ে।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের আগের দিন টেন্ডুলকারকে আউট করার একটি ভিডিও পোস্ট করে শোয়েব আখতার লিখেছিলেন, ‘তোমরা যদি আগামীকাল এমন কিছু করতে চাও, ঠান্ডা থাকো।’ শোয়েবের এই টুইট ভালোভাবে নেয়নি ভারতের ক্রিকেটপ্রেমীরা। শোয়েবকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও করেছে অনেকে। কিন্তু টেন্ডুলকার ছিলেন নিশ্চুপ। টেন্ডুলকার সরব হয়েছেন কাল ম্যাচ শেষে। নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দেওয়ার পর ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান শোয়েব আখতারের টুইটটি শেয়ার করে লিখেছেন, ‘বন্ধু আমার, আমি তোমার পরামর্শটা মেনেছি এবং সবকিছু ঠান্ডা রেখেছি।’ শোয়েব আখতার অবশ্য এরপর আবার টুইট করে টেন্ডুলকারকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করেন, ‘বন্ধু, তুমি সর্বকালের সেরা খেলোয়াড় এবং এই খেলাটির সবচেয়ে বড় দূত। আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ (কথার) লড়াই এটা বদলাতে পারবে না।’ টেন্ডুলকার শোয়েবের এই টুইটেরও উত্তর দিয়েছেন, ‘তুমি আর তোমার পরিবারের জন্য আমার শুভেচ্ছা।’

নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারতের বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি পাকিস্তানের ব্যাটসম্যানরা। বাবর আজমের ৫৮ বলে ৫০ ও মোহাম্মদ রিজওয়ানের ৬৯ বলে ৪৯ রানের ইনিংসের পরও ৪২.৫ ওভারে ১৯১ রানে অলআউট হয় পাকিস্তান। রোহিত শর্মার ৬৩ বলে ৮৬ রানের ইনিংসে এই রান ৩০.৩ ওভারে মাত্র ৩ উইকেট হারিয়েই পেরিয়ে যায় ভারত। এ নিয়ে ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে ৮ ম্যাচ খেলে ৮টিতেই হারল পাকিস্তান।

অর্থবহ সংলাপের পরিবেশ কোথায়?

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অর্থবহ সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা সফর করে যাওয়া মার্কিন প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল। তাদের পাঁচ দফা সুপারিশে সংলাপকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, দেশের প্রধান দুই দলই তাদের নিজস্ব এক দফা নিয়ে অনড় অবস্থানে আছে। বিএনপি চায় শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। আর শাসক দল চায় শেখ হাসিনার অধীনে এখন সংবিধানে যে ব্যবস্থা আছে তার অধীনে নির্বাচন।

চলতি মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকা সফর করে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (আইআরআই) ও ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের (এনডিআই) একটি যৌথ প্রতিনিধিদল। তারা যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে বাংলাদেশে সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য পাঁচটি সুপারিশ তুলে ধরছেন।

তার প্রথমটিই হলো একটি অর্থবহ সংলাপ এবং পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন।

দ্বিতীয় সুপারিশে তারা নির্বাচনের সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে অনুরোধ করেছে। সেই সঙ্গে নাগরিকদের ভিন্ন মতকেও সম্মান দেখানোর আহ্বান জানিয়েছে। তৃতীয়ত, অহিংসার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থেকে রাজনৈতিক সহিংসতার সঙ্গে জড়িত অপরাধীদের জবাবদিহির আওতায় আনার আহ্বান জানিয়েছেন তারা। চাতুর্থত, সব রাজনৈতিক দলকে অর্থবহ ও সমান রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে বলা হয়েছে, যেন তা স্বাধীন নির্বাচন পরিচালনার প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে।

সবশেষে নাগরিকেরা যেন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের বিশ্লেষকরা বলছেন, একটি অর্থবহ সংলাপ ওই পাঁচটি শর্তই পূরণ করতে পারে। কিন্তু অর্থবহ সংলাপের জন্য যে পরিবেশ দরকার তা এখন নেই। আর সেই পরিবেশ তৈরি না হলে সংলাপ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও দেখছেন না তারা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন, দেশের প্রধান দুই দলই তাদের নিজস্ব এক দফা নিয়ে অনড় অবস্থানে আছে। বিএনপি চায় শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন। আর শাসক দল চায় শেখ হাসিনার অধীনে এখন সংবিধানে যে ব্যবস্থা আছে তার অধীনে নির্বাচন। কিন্তু শর্তহীন সংলাপ না হলে সেই সংলাপে কোনো ফল আসবেনা বলে মত বিশ্লেষকদের।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, ''দুই দলই এখন এক দফায় আছে। বিএনপি চায় তত্ত্বাবধায়কের অধীনে নির্বাচন। আর আওয়ামী লীগ চায় শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন। দুই দল যদি এভাবে দুই প্রান্তে অনড় থাকে তাহলে তো কোনো অর্থবহ সংলাপ করা সম্ভব নয়। যদি সংলাপ হয়ও তা কোনো ফল বয়ে আনবেনা। দুই পক্ষ যদি তাদের এই অনড় অবস্থান ছেড়ে দিয়ে বিকল্প কিছু বের করতে পারে

তাহলে অর্থবহ সংলাপ সম্ভব। আর এটা হলে বাকি যে সমস্যাগুলো আছে সেগুলো সমাধান করা সম্ভব।''

তার কথা, ''বিএনপির জন্য একটি বড় ইস্যু হবে মামলা। শীর্ষ পর্যায়ে যারা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা যদি দণ্ড মওকুফ না পান তাহলে ওই পর্যায়ের অনেকেই নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। আবার তৃণমূলের মামলা প্রত্যাহার না হলে বিএনপি নির্বাচনে এজেন্ট দিতে পারবে না। এ ধরনের অনেক সংকট আছে বিএনপির। এর সমাধানও হয়তো তারা চাইবে। আর এইসব বিষয় বাদ দিয়ে বিএনপি সংলাপে আসবে কী না আমি জানিনা।''

জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদের (জানিপপ) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ বলেন, ''তারা যে অর্থবহ সংলাপের কথা বলেছেন, তার মানে আমি মনে করি শর্তহীন সংলাপ। যেখানে কোনো পূর্ব শর্ত থাকবে না, খোলা মনে আলোচনা হবে এবং উদ্দেশ্য হবে মহৎ, রাজনৈতিক অচলবস্থার নিরসন। জনগণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে পুলুরাল সেইফগার্ড চিন্তা করে সেটা করতে হবে।''

তার মতে, ''এখন রাজনৈতিক অচলবস্থা একটি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় আমি মনে করি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতা এবং গারান্টি প্রয়োজন। তা না হলে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয়না।''

গ্যারান্টির ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, ''গ্যারান্টি মানে হলো রিজেনবল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লাস্টিং এবং সেটা বাইন্ডিং। দুই পক্ষকেই ছাড় দিতে হবে। অনড় অবস্থানে থাকলেতো আর সমঝোতা হয়না।''

সংলাপের পরিবেশ নিয়ে তিনি বলেন, ''এখন পর্যন্ত আমরা কোনো সংলাপের জন্য মধ্যবর্তী অবস্থা দেখছিনা। দুই পক্ষই তাল গাছ আমার বলে অনড় অবস্থান নিয়ে বসে আছে। শাসক দল সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকার কথা বলছে আর বিএনপি সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার চাইছে।''

তার কথা, ''এই পরিস্থিতিতে যদি অর্থবহ সংলাপ না হয় তাহলে দেশ এক অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে যাবে। লেজিমেটিসির সংকট কাটবেনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি সহিংসতার দিকে মোড় নিতে পারে।''

এদিকে, সংলাপের ব্যাপারে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আগের অবস্থানেই আছে। আওয়ামী লীগ বলছে, সংবিধানের বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে সংলাপ হবেনা। আর বিএনপি বলছে, সংলাপ হতে হবে এই সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে।

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আজম খান বলেন, ''এই সরকার সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য অর্থবহ সংলাপের কোনো পরিবেশ রাখেনি। গতকালও তারা বলেছে যেকোনো প্রকারের একটা নির্বাচন তারা করবে। আর সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়ে নির্বাচন কমিশন বলছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হলো জনগণের অংশগ্রহণ।'' তিনি বলেন, ''আমরা বারবার বলেছি একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমরা এই সরকারের পদত্যাগ এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের জন্য সংলাপ চাই। সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে সংলাপ হলে সেটা অর্থবহ সংলাপ হবে। কিন্তু সরকার সেটাকে পাত্তা দিচ্ছেনা। আমাদের আন্দোলনকে পাত্তা দিচ্ছেনা। সরকারই চায়না অর্থবহ সংলাপ হোক। কারণ তারা সুষ্ঠু নির্বাচন চায় না।'' এর জবাবে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ বলেন, ''আমরা আগেও বলেছি, আবারও বলছি সংবিধানের অধীনে যে কোনো বিষয় নিয়ে সংলাপ করা যেতে পারে। আমরা যেকোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে সংবিধানের মধ্যে থেকে কথা বলতে পারি। সংবিধানের বাইরে কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবেনা।'' তার কথা, ''সংবিধানের অধীনে নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা হতে পারে। তারা যদি নির্বাচনে আসে তাহলে এই সরকারের অধীনে, নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন আরো ভালো করার জন্য কোনো সাজেশন থাকলে সেটা নিয়ে কথা হতে পারে। তবে বিএনপি যে বলছে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। সেগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা বা সংলাপ হবেনা।''

'অপরাধে জড়াচ্ছে' পুলিশ, জনমনে আতঙ্ক

ঢাকা ঃ বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর বেশ কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে ছিনতাইয়ের মতো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। বহিস্কার করা হয়েছে কাউকে, কারো বিরুদ্ধে মামলা চলছে।

আর তাই নতুন করে আলোচনায় আসছে পুলিশ সদস্যদের অপরাধে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা। পোশাক পরে পুলিশের এই 'অপরাধে জড়িত' হওয়ার ঘটনায় সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা এবং বিশ্লেষকরা বলছেন, পুলিশের অপরাধের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না। যে কারণে বার বার পুলিশের কিছু সদস্যদের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আসছে।

তাছাড়া, ইউনিট পর্যায়ে সুপারভিশনের অভাব দেখা যাচ্ছে বলেও অভিযোগ আছে। বিশ্লেষকদের পরামর্শ, পুলিশের ইমেজ ফেরাতে এই অপারাধের বিচার করতে বিশেষ আইন করা যেতে পারে।

ঘটনাটি ৯ অক্টোর রাজধানীর শ্যামপুর দোলাইপাড় এলাকার। অভিযোগ আছে, আবুল কালাম নামে এক ব্যবসায়ীর ৫৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ে তারই বড় ভাই মোশাররফ হোসেন পুলিশের এক এএসআইকে ভাড়া করেন। তিনি গুলশান থানার এএসআই দোলোয়ার হোসেন। তারা পকিল্পনা করে ওই টাকা ছিনতাই করেন। এএসআই দেলোয়ার ছিনতায়ের সময় আরো এক পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। ছিনতাইয়ের পর তারা টাকা ভাগ বটোয়ারা করে নিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এই ঘটনায় এএসআই দেলোয়ার এবং এক পুলিশ কনেস্টবলসহ মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এর আগে গত ২১ সেপ্টেম্বর ঢাকার পল্টনে একটি বেসরকারি ব্যাংকে ঢুকে ২০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়। আইএফআইসি ব্যাংকের উপশাখায় ওই ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় দুই পুলিশ কনেস্টবলের সঙ্গে তাদের তিনজন সোর্সকেও আটক করা হয়েছে। ওই দুই কনেস্টবল পুলিশের পোশাক পরেই ছিনতাইয়ে অংশ নেন।

তারা তাদের সোর্সদের নিয়ে ব্যাংকে ঢুকে একজন গ্রাহককে আটকের নামে তুলে নিয়ে ২০ লাখ টাকা ছিনতাই করেন। গ্রাহক পরে মামলা করলে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে তাদের সনাক্ত এবং আটক করা হয়। আটক দুই পুলিশ কনেস্টবল ডেমরা পুলিশ লাইনে সংযুক্ত ছিলেন।

এদিকে পুলিশ এক এসএআই প্রাইভেট কার ছিনতাই করে গাড়িতে থাকা স্বর্নের বার চুরির সাথে জড়িত তদন্তে এমন প্রমাণ পাওয়া গেছে। ঢাকার গাবতলী থেকে দেড় বছর আগে ছিনতাই হওয়া একটি প্রাইভেট কার থেকে ৩১টি স্বর্নের বার খোয়া যাওয়ার ঘটনার তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশের এক এসআই'এর জড়িত থাকার প্রমাণ মেলে। গাড়িটি তখন পাওয়া গেলেও স্বর্নের বার উদ্ধার করা হয় গত জুলাই মাসে পুলিশের এসআই আশরাফুল ইসলামের বাসা থেকে। তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

গত বছরও কতিপয় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে একাধিক ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছে। গত বছরের ১৭ অক্টোবর মতিঝিলের একটি মানি এক্সচেঞ্জ থেকে পুলিশ ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই করে। তিনজন পুলিশ কনেস্টবল তখন এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তারের নামে তুলে নিয়ে ১৫ লাখ টাকা ছিনতাই করে। ওই তিন পুলিশ কনেস্টবলকেও সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে চিহ্নিত এবং আটক করা হয়।

পাঁচ পুলিশ সদস্য ও তাদের সহযোগীরা বিরুদ্ধে ওই বছরের ২৯ সেপ্টেম্বর ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার পথে দুবাইফেরত এক যাত্রীর মাইক্রোবাস থামিয়ে পিস্তল ঠেকিয়ে ২২ লাখ টাকার মালামাল ও বিদেশি মুদ্রা ছিনতাই করার অভিযোগ আছে। তারা হলেন পুলিশ কনস্টেবল সালাউদ্দিন ও সুমন এবং তাদের সহযোগী তোফাজ্জল, আলী ও সাইফুল। তাদের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা হয়েছে।

গত বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি ফেনীর সোনাগাজী মডেল থানার এএসআই মো. জহিরুল হক, কনস্টেবল আনোয়ার হোসেন ও কায়সার হামিদকে ছিনতাইয়ের অভিযোগে প্রত্যাহার করা হয়। তারা শেখ ফরিদ নামে এক ব্যাসায়ীকে ইয়াবা বিক্রেতা আখ্যা দিয়ে অটোরিকশায় তুলে মারধর করেন। পরে ব্যবসায়ীর কাছে থাকা দেড় লাখ টাকা ছিনিয়ে নেন।

ওই বছরের ১৩ ফেব্রুয়ারি মোবাইল ফোন ছিনতাই করতে গিয়ে কক্সবাজারের উখিয়ায় জনতার হাতে ধরা পড়েন আর্মড পুলিশ ব্যাটেলিয়নের (এপিবিএন) নিরঞ্জন দাস নামে এক সদস্য। তিনি ভয় দেখিয়ে এক যুবকের মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিলেন, এমনটাই অভিযোগ।

শুধু ছিনতাই নয়, পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে ডাকাতি, অপহরণ, চাঁদাবাজি, মিথ্যে মামলায় ফাঁসানো, মামলার ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়, মদক দিয়ে মামলা করে টাকা আদায়, অজ্ঞাত আসামির তালিকায় নাম ঢুকিয়ে দিয়ে অর্থ আদায়, নির্যাতনের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায়সহ নানা অভিযোগ আছে অনেক দিন ধরেই।

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বুধবার শ্যামপুরে ৫৪ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় সাংবাদিকদের বলেন, ''কার কী পরিচয় সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। কেউ অপরাধ করলে আমরা তাকে অপরাধী হিসেবে দেখি। তাদের কোনো ছাড় দেয়া হবে না। আগেও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য কিংবা এই পরিচয় দিয়ে ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় জড়িতদের আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এখন যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের রিমান্ডে আনা হয়েছে। তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে। কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।''

জানা গেছে, সদর দপ্তরে পুলিশের বিভিন্ন সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রতিবছরই বাড়ছে। ২০১৮ সালে ১৪ হাজার ৪০২ জন পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে পুলিশ সদর দপ্তরে। ২০১৯ এই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৫১২। ২০২০ সালে আরো বেড়ে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ হাজার ২১২। ২০২১ সালে ১৬ হাজার ৪১৮ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়ে।

গত কয়েক বছরের গড় হিসাব করলে দেখা যায় বছর গড়ে ৯ হাজারের মতো পুলিশ সদস্যকে বিভিন্ন অভিযোগে গুরু ও লঘু দণ্ড দেওয়া হয়েছে। তবে এই শাস্তির মধ্যে চাকরিচ্যুতি খুবই কম। সাধারণভাবে পদাবনয়ন, প্রত্যাহার, বদলি, ভর্ৎসনা এসবের মধ্যেই শাস্তি সীমাবদ্ধ। আর শাস্তিপ্রাপ্তরা অধিকাংশই এসআই, এএসআই ও কনেস্টবল পদ মর্যাদার।

পুলিশের সাবেক ডিআইজি ও গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক প্রধান সৈয়দ বজলুল করিম বলেন, ''পুলিশ সদস্যরা সরাসরি ছিনতাইয়ে জড়িয়ে পড়ায় জনমনে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। কারণ তারা তো পুলিশ সদস্য এবং পোশাকে থাকা অবস্থায় ছিনতাই করছে। ফলে সাধারণ মানুষ তো তাদের প্রথমে চ্যালেঞ্জ বা সন্দেহ করতে পারছে না। ফলে তারা অসহায় হয়ে পড়ছে।''

তিনি মনে করেন, ''পুলিশে অপরাধ প্রবণতা আরো বেড়ে গেছে। এটা হচ্ছে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে। তাই তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থায় সীমাদ্ধ থাকলে হবে না। তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ফৌজদারি আইনে মামলা করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে বাহিনীর সদস্যদের এধরনের অপরাধের বিচার করতে আলাদাভাবে আরো কঠোর আইন করা দরকার। তা না হলে পুলিশের ইমেজ রক্ষা করা যাবে না।''

তার কথা, ''পুলিশে সুপারভিশন এবং মোটিভেশনের অভাব আছে। ইউনিট পর্যায়ে যদি দায়িত্বশীলরাও এইসব অপরাধকে সমর্থন দেয় তাহলে তো তাদের অধস্তনরা আরো উৎসাহিত হবে।''

আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য এবং পুলিশের সাবেক আইজি নূর মোহাম্মদ এমপি ভাড়ায় পুলিশ সদস্যদের ছিনতাইয়ের ঘটনায় বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ''টাকার বিনিময়ে পুলিশ ছিনতাই করে এটা আমার কাছে নতুন। এটা আমার কাছে অভিনব ঠেকছে। এই ধরনের ঘটনা আগে শুনিনি।''

তিনি বলেন, পুলিশের যে ইউনিটগুলোতে অপরাধ প্রবণতা বেশি সেই ইউনিটগুলোতে সুপারভিশন বাড়ানো দরকার। যারা ইউনিটের দায়িত্বে আছেন তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। কোনো পুলিশ সদস্য কোনো অপারেশনে গেলে তাদের জিডি করে যেতে হয়। যারা ছিনতাই করলো তাহলে তারা কীভাবে বাইরে গেল। তারা জিডি ছাড়া গেলে তো এটা ভয়াবহ ব্যাপার।''

তার বক্তব্য, ''এমনিতে পুলিশের ভেতরে অপরাধ প্রবণতা আছে। তাদের ছোটখাট অপরাধের জন্য প্রতিবছরই অনেক বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু এই ধরনের বড় অপরাধের জন্য শুধু বিভাগীয় ব্যবস্থা যথেষ্ঠ নয়।''

টুকরো খবর

নির্বাচনের সময় কিশোর গ্যাং বাড়ার আশঙ্কা

ঢাকা ঃ নির্বাচনকে সামনে রেখে কিশোর গ্যাংএর তৎপরতা আরো বাড়তে পারে। গড়ে উঠতে পারে আরো নতুন নতুন গ্রুপ। বিশ্লেষকরা বলছেন, স্থানীয় পর্যায়ের অপরাধী চক্র ও রাজনৈতিক নেতারা এইসব কিশোর গ্যাংএর নেপথ্যে আছে। আর নির্বাচনের কাজে লাগাতে তারা নতুন নতুন গ্যাং তৈরিতে ইন্ধন দিচ্ছে। গত ২৪ আগস্ট ঢাকার দক্ষিণখান এলাকায় কিশোর গ্যাংএর সিনিয়র জুনিয়র দ্বন্দ্বে রাফসান নামে ১৭ বছরের এর কিশোরকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে আরেক কিশোরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে সিগারেট খাওয়া নিয়ে দ্বন্দ্বে ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে। এর আগে গত ১৭ মে ঢাকার মিরপুরে এক স্কুল ছাত্রকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করে কিশোর গ্যাংএর সদস্যরা। কিশোর গ্যাংএ যুক্ত হতে না চাওয়ায় সিয়াম (১৪) নামের ওই কিশোরকে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ জানিয়েছে। নিহত কিশোরের পরিবারের অভিযোগ, ওই কিশোর গ্যাংএর পিছনে প্রভাবশালীরা জড়িত। পুলিশ আট জনের বিরুদ্ধে মামলা নিলেও প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে মামলা নেয়নি। গত জুন মাসে ফেনীতে এক স্কুল ছাত্রকে মারধর করে কিশোর গ্যাংএর তিন সদস্য গ্রেপ্তার হয়। তারা ওই স্কুল ছাত্রকে মারধরের পর তার ভিডিও ধারণ করে আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছিলো। একই মাসে ফেনী থেকেই ছিনতাইয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে কিশোর গ্যাংএর চার সদস্যকে আটক করা হয়। তারা কথিত ''নুরু গ্যাং''এর সদস্য। তাদের কাছ থেকে ছুরি ও চাকু উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায় প্রায় ১৫ বছর আগে ঢাকার উত্তরা এলাকায় কিশোর গ্যাংএর তৎপরতা প্রথম নজরে আসে। এরপর তা আর কখনোই থামেনি। সেই কিশোর গ্যাং এখন ঢাকাসহ সারাদেশে এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। গত জুলাই মাসে পুলিশ সদর দপ্তরে পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তারা কিশোর গ্যাং পরিস্থিতি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। তারা তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখেন যে কিশোর গ্যাং কালচার সারাদেশে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। তারা বিশ্লেষণে দেখেন হত্যা থেকে শুরু করে এমন কোনো অপরাধ নেই যাতে কিশোর গ্যাংএর সদস্যরা জড়িত নয়। তাদের এই অপরাধ প্রবণতা বাড়ছে। ওই বৈঠকে উপস্থিত একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, ''কিশোর গ্যাং গুলোর নেপথ্যে আছে প্রভাবশালীরা। বিশেষত রাজনৈতিক নেতা এবং হোয়াইট কলার ক্রিমিন্যালরা কিশোর গ্যাংএর নেপথ্যে থাকে। তারা তাদের রাজনৈতিক শোডাউন থেকে শুরু করে নানা অপকর্মে এইসব গ্যাংকে কাজে লাগায়। অস্ত্র দেয়, অর্থ দেয়। ফলে গ্যাংএর সদস্যরাও নিজেদের ক্ষমতাধর মনে করে এবং কাউকে পরোয়া করতে চায়না। জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধে।'' পুলিশ সদর দপ্তর থেকে জানা গেছে, ২০২০ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সারাদেশে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে ২২৫টি। ওই সদস্যরা আলাদা আলাদাভাবে ১১০টি গ্যাংএর সদস্য। আর ১১০টি গ্যাংএর সদস্য প্রায় এক হাজার। ওই সময়ে বিভিন্ন কিশোর গ্যাংয়ের ৫২৯ জন সদস্য গ্রেপ্তার হয়েছে। কিশোর গ্যাংএর সদস্যদের বয়স ১৩ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তালিকাভুক্ত কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা ৫২টি। সদস্য সংখ্যা প্রায় ৭০০। ঢাকায় মিরপুরে এখন কিশোর গ্যাং সবচেয়ে বেশি। পুলিশের হিসাবে পুলিশের মিরপুর বিভাগে ১৩টি কিশোর গ্যাংএর ১৭২ সদস্য সক্রিয়। কিশোর গ্যাংএর সদস্যরা এলাকাভিত্তিক মাদকের কারবার, মাদকসেবন, মাদক সরবরাহ, ছিনতাই, ইভটিজিং, চুরি, ডাকাতি, চাঁদাবাজি এমনকি খুনের মতো অপরাধেও জড়িত বলে পুলিশের কাছে তথ্য আছে। পুলিশের ওই বৈঠকে আগামী নির্বাচনে কিশোর গ্যাং সক্রিয় হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রার্থীরা তাদের কাজে লাগাতে পারে। সেটা হলে পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে। গাজীপুর সিটিসহ স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনে কিশোর গ্যাংএর কদর দেখা গেছে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের (ডিবি) উপ পুলিশ কমিশনার মশিউর রহমান বলেন, ''হতাশা আর হিরোইজম থেকে কিশোর গ্যাংগুলো তৈরি হয়। একেক এলাকায় কিশোর গ্যাংএর প্রেক্ষাপট একেক রকম। অভিজাত এলাকায় উচ্চবিত্ত পরিবারের কিশোররা হিরোইজম থেকে কিশোর গ্যাংএ যুক্ত হয়। আবার বস্তি বা নিম্নবিত্ত এলাকায় এটা হয় হতাশা থেকে। তবে এখানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও ইউটিউব তাদের প্রলুব্ধ করে। গ্রুপগুলো তাদের কাজের জন্য এই মাধ্যমগুলো ব্যবহারও করে।'' তার কথা, ''এই কিশোর গ্যাংগুলো স্বাধীনভাবে গড়ে উঠলেও অনেক সময়ই স্থানীয় পর্যায়ের বড় অপরাধী, গডফাদার বা রাজনৈতিক নেতারা তাদের ব্যবহার করে। বিশেষ করে মাদক ব্যবসায়ী ও সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্র তাদের কাজে লাগায়। এমনকি সংঘবদ্ধ ছিনতাইকারী চক্রও তাদের ব্যবহার করে।'' তিনি বলেন, ''আইন শৃঙ্খলার জন্য এই কিশোর গ্যাংগুলো উদ্বেগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যদি আগামী নির্বাচনে তাদের স্থানীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা ব্যবহার করেন তাহলে তাও হবে উদ্বেগের বড় কারণ। এখন পর্যন্ত তাদের তেমন ব্যবহার করা হয়েছে বলে আমাদের কাছে তথ্য নেই। কারণ এই সময়ে যে নির্বাচনগুলো হয়েছে তাতে ভোটার তেমন ছিলো না। তবে তাদের ব্যবহার করা যায়। এটাই আশঙ্কার বিষয়।'' বাংলাদেশে কিশোর গ্যাং নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে গবেষণা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন। তিনি তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে ''নন্দিত শৈশব এবং বাংলাদেশে কিশোর অপরাধ ও গ্যাং কালচার'' শিরোনামে একটি বইও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ''কিশোর অপরাধের ইতিহাস অনেক পুরনো। তবে সেই সময়ে তা সহনীয় পর্যায়ে ছিলো। এখন

কিশোর গ্যাং গুলো হত্যাকাণ্ডসহ বড় ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এর মূল কারণ পারিবারিক শাসন এবং মূল্যবোধের ধস। একই সঙ্গে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি কিশোরদের অপরাধ ও অপরাধের কৌশলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। এখানে তেমন নজরদারি নেই। আর তাদের জন্য খেলাধুলা ও বিনোদনের পরসিরও সীমিত হয়ে গেছে। ফলে তারা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।'' তার কথা, ''এই কিশোরদের আবার সংঘবদ্ধ অপরাধীরা, হোয়াইট কলার ক্রিমিনালরা ব্যবহার করায় পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। কিশোরদের ভিতর এক ধনের হিরোইজম ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে। যা তাদের অপরাধে যুক্ত করছে।'' ''পুলিশ বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী একা এখানে কিছু করতে পারবে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বয়ঃসন্ধিকালের এই কিশোরদের সবাই মিলে ঠিক মতো গাইড করতে হবে। তাদের সামনে ভালো উদাহরণ সৃষ্টি করতে হবে। তাদের বিকাশের ভালো পরিবেশ দিতে হবে। তা না হলে এই কিশোর গ্যাং কালচার রোধ করা কঠিন,'' মনে করেন এই অধ্যাপক।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি সোমবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
16:10:2023

দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

যুক্তরাষ্ট্রের প্রাকনির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল ওয়াশিংটনে ফিরে যা বললো

গাজার সীমানায় জড়ো হচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা

গাজা (এজেন্সী) ঃ গাজায় সর্বাত্মক সেনা হামলার যে ঘোষণা দিয়েছে ইসরায়েল, তার আগে উত্তর গাজায় ইসরায়েলের সীমানার কাছে বিপুল সংখ্যায় সৈন্য জড়ো হয়েছে। উত্তর গাজার কাছে ইসরায়েলের বসানো কাঁটাতারের সীমানার ১০ থেকে ১১ কিলোমিটার দূরে আশকেলনে অবস্থান নিয়েছে এই ইসরায়েলি সেনারা।

ঘটনাস্থল থেকে বিবিসি সংবাদদাতা নিক বিক জানাচ্ছেন যে সেনা অবস্থান ছাড়াও যুদ্ধবিমান আসা যাওয়া ও নজরদারি ড্রোন চলাচলের মত নানা ঘটনা ঘটছে সেখানে।

বিবিসি সংবাদদাতা জানিয়েছেন ইসরায়েলের বেশ কিছু যুদ্ধবিমান গাজার দিকে ক্রমাগত যাওয়া আসা করছে। তবে এই অঞ্চলে বিমানের উপস্থিতি বাড়ানোর কারণ এখনো নিশ্চিতভাবে বোঝা যাচ্ছে না। যদিও শনিবার সারারাতই গাজা এলাকায় বিমান হামলা হয়েছে। ইসরায়েল এরই মধ্যে তাদের রিজার্ভে থাকা কয়েক লাখ সৈন্যকে সেনাবাহিনীর সাথে যুক্ত করেছে। গাজার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনেক ট্যাঙ্কও অবস্থান নিয়েছে বলে বলা হচ্ছে।

শনিবার ঐ অঞ্চলে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ও প্রস্তুতি দেখতে যান ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। মি. নেতানিয়াহু মন্তব্য করেছেন যে 'সংঘাতের পরের পর্ব আসছে।'

এর আগে গত সপ্তাহে হামাসের আকস্মিক হামলার পর তিনি এক ভিডিও বার্তায় হুমকি দিয়েছিলেন যে ইসরায়েলি বাহিনী 'পৃথিবী থেকে হামাসকে নিশ্চিহ্ন' করে ফেলবে।

ইসরায়েলি বাহিনী গত দুদিন ধরে গাজায় সর্বাত্মক হামলার হুমকি দিতে থাকলেও কখন এই হামলা শুরু হবে তা এখনো চূড়ান্তভাবে জানায়নি।

উত্তর গাজায় হামাস ঘাঁটিতে হামলা করার আগে সেখান থেকে বেসামরিক বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার জন্য কয়েক দফায় সময়ও বেঁধে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

গাজার উত্তরাঞ্চল থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বেসামরিক বাসিন্দাদের দক্ষিণে সরে যেতে শুক্রবার নির্দেশনা দিয়েছিল ইসরায়েলি বাহিনী।

ঐ সময়সীমা পার হওয়ার পর শনিবার আরো ছয় ঘণ্টা সময় দেয়া হয় দুটি নির্দিষ্ট রাস্তা ব্যবহার করে উত্তর গাজা থেকে দক্ষিণে সরে যাওয়ার জন্য।

এরপর রবিবার সকালে আবারো তিন ঘণ্টা সময় বেঁধে দেয়া হয় বেসামরিক বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার জন্য। প্রাথমিকভাবে এই সময়সীমা ছিল স্থানীয় সময় দুপুর একটা।

তবে সবশেষ খবর পর্যন্ত তারা আরো ৪০ মিনিট বাড়িয়েছে এই সময়সীমা।

বেসামরিক বাসিন্দাদের পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে উত্তর গাজার হাসপাতালগুলো খালি করারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে ইসরায়েলি সেনাদের পক্ষ থেকে।

কিন্তু ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট কমিটি শনিবারই জানিয়ে দেয় যে তারা অসুস্থ ও আহতদের সেবা দিতে থাকায় হাসপাতাল খালি করে যেতে পারবে না।

দাতব্য সেবা সংস্থা মেডিসাঁ সাঁ ফ্রঁতিয়ের নির্বাহী পরিচালক ডা. নাটালি রবার্টস মন্তব্য করেছেন যে কয়েক ঘণ্টার নোটিশে গাজার হাসপাতাল থেকে সরে যাওয়া 'অসম্ভব।'

তিনি বলছেন, তাদের যাওয়ার কোনো জায়গাই নেই। গাজার দক্ষিণের হাসপাতালগুলো সম্পূর্ণ ভরে গেছে। তাছাড়া পুরো গাজাতেই এখন কোনো বিদ্যুৎ নেই।

এছাড়াও দক্ষিণ গাজার হাসপাতালগুলোতে রোগীদের স্থান সঙ্কুলান করাও কঠিন হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

হাসপাতাল খালি করার নির্দেশনাকে রোগীদের জন্য 'মৃত্যুদণ্ড'এর শামিল হিসেবে মন্তব্য করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে গত শনিবার ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় ২৮ জন চিকিৎসা সেবাদানকারী মারা গেছে।

তারা আরো জানিয়েছে যে, গাজার দুটি হাসপাতালে কোনো সেবা দেয়া যাচ্ছে না এবং ১৫টি মেডিকেল সেন্টার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধবিমান বহনকারী আরেকটি রণতরী - ইউএসএস আইজেনহাওয়ার - পাঠিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন শনিবার জানান যে 'ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আগ্রাসী হামলা স্তিমিত করতে ও হামাসের হামলাকে ঘিরে ঐ অঞ্চলে যুদ্ধের বিস্তার থামাতে' এই রণতরী পাঠানো হয়েছে।

গত সপ্তাহে হামাস ও ইসরায়েলি বাহিনীর এই সংঘাত শুরু হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব ভূমধ্যসাগরে একটি রণতরী পাঠায়। নতুন পাঠানো রণতরী ইউএসএস আইজেনহাওয়ার আগে থেকে অবস্থান করা রণতরী ইউএসএস ফোর্ডের সাথে যোগ দেবে।

গাজায় ইসরায়েলের আক্রমণে যেন বেসামরিক বাসিন্দারা হতাহত না হয়, সে বিষয়ে জোর দিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে শনিবার ফোনে আলোচনা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

গাজায় বেসামরিক বাসিন্দাদের জন্য ত্রাণ ও জরুরি সেবা নিশ্চিত করার বিষয়ে মি. বাইডেন প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশন, পিএলও'র নেতা মাহমুদ আব্বাসের সাথেও ফোনে কথা বলেন।

অন্যদিকে গাজায় বেসামরিক বাসিন্দাদের ওপর ইসরায়েলের অভিযান অব্যাহত থাকলে ঐ অঞ্চলের 'পরিস্থিতি একরকম থাকার নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারবে না' বলে সতর্ক করেছে ইরান।

কাতারের রাজধানী দোহায় হামাসের নেতা ইসমাইল হানিয়ের সাথে দেখা করার পর ইরানের গণমাধ্যমে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে এই মন্তব্য করেছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির আব্দোল্লাহিয়ান।

সংবাদ সংস্থা রয়টার্স হামাসের এক বিবৃতির বরাত দিয়ে খবরে প্রকাশ করেছে যে হামাসের লক্ষ্য অর্জনে ইরান সহায়তা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের নৌকা দিয়ে সরে যাওয়ার নির্দেশ

ইসরায়েলের মার্কিন দূতাবাস যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ও তাদের আত্মীয়দের সাগর পথে ইসরায়েল ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে।

উত্তর ইসরায়েলের হাইফা বন্দর থেকে সাগর পথে সাইপ্রাস যাওয়ার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সেখানকার মার্কিন নাগরিকদের। হাইফা বন্দর থেকে সাইপ্রাসের লিমাসল বন্দরের সাগর পথে দূরত্ব প্রায় ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা। এর আগে শনিবার গাজায় অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের গাজার দক্ষিণের রাফাহ সীমানা পার করে মিশরে চলে যেতে আহ্বান জানায় যুক্তরাষ্ট্র।

গাজায় স্থল অভিযান চালিয়ে কী অর্জন করতে পারবে ইসরায়েল?

ইসরায়েল ঃ হামাস নেতাদের পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা দিয়েছেন ইসরায়েলের নেতারা এবং বলেছেন 'গাজা আগে যা ছিলো সেই অবস্থায় আর কখনো ফিরে যাবে না'। প্রতিটি হামাস সদস্য একজন মৃত ব্যক্তি, হামাস যোদ্ধাদের ইসরায়েলে হামলা চালানোর ঘটনায় ১৩০০ মানুষ নিহত হবার পর এমন মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। গাজার সম্ভাব্য অভিযানের নাম দিয়েছে ইসরায়েল দ্যা অপারেশন সোর্ডস অফ আয়রন। ধারণা করা হচ্ছে, গাজার ইতিহাসে যত সামরিক পরিকল্পনা এর আগে হয়েছে, এটি হবে তার যে কোনটির চেয়ে অনেক বেশি জোরালো অভিযান। কিন্তু এটা কি বাস্তবসম্মত সামরিক অভিযান? সামরিক কমান্ডাররা কীভাবে এটিকে সফল করে তুলবেন?

গাজা উপত্যকায় স্থল অভিযান মানে হলো শহরের ঘরে ঘরে লড়াই, যা বেসামরিক নাগরিকদের জীবন ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে। বিমান হামলায় এর মধ্যেই শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং চার লাখেরও বেশি মানুষ তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

এখন ইসরায়েলির সামরিক বাহিনীর দায়িত্ব হলো ১৫০ জন জিম্মিকে উদ্ধার করা, যাদের গাজার অজানা জায়গায় রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইসরায়েলি ডিফেন্স ফোর্স বা আইডিএফ হারজি হালেভি হামাসকে 'বিলুপ্ত' করে দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন এবং এর একজন নেতাকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তাহলে হামাসের ষোল বছরের সহিংস শাসনের পর গাজা কেমন হবে সেটা নিয়ে কী কোন লক্ষ্য কাজ করছে ?

ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর বেতারের সামরিক বিশ্লেষক আমির বার শালম বলেছেন, ইসরায়েল হামাসের সব সদস্যকে বিলুপ্ত বা অকার্যকর করা সম্ভব হবে বলে মনে করি না। কিন্তু আপনি তাদের দুর্বল করতে পারেন যাতে করে এর কোন অভিযান চালানোর সক্ষমতা না থাকে। এটা হতে পারে অনেক বেশি বাস্তববাদী লক্ষ্য। হামাসের সঙ্গে চারটি যুদ্ধ করেছে ইসরায়েল। কিন্তু এর রকেট হামলা ঠেকানোর প্রতিটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র লেঃ কর্নেল জোনাথন কনরিকাস বলেছেন যুদ্ধের পর কোন ইসরায়েলি নাগরিককে হত্যা বা হুমকির সামরিক সক্ষমতা আর হামাসের থাকবে না।

অনেকগুলো বিষয় আছে যা সামরিক অভিযানকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে পারে।

ইসরায়েলের আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকবে হামাসের সামরিক শাখা আল কাশাম ব্রিগেড। বিভিন্ন জায়গায় বিস্ফোরক বসানো হবে। সেট করা হবে অ্যামবুশ। গাজার বিস্তৃত টানেল নেটওয়ার্ক ইসরায়েলি সৈন্যদের ওপর হামলায় ব্যবহৃত হবে।

২০১৪ সালে ইসরায়েলি পদাতিক ব্যাটালিয়ন মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়েছিলো অ্যান্টি ট্যাংক মাইন, স্নাইপার আর অ্যামবুশের কারণে। গাজা শহরের উত্তরাঞ্চলের কাছে শত শত বেসামরিক নাগরিক মারা গিয়েছিলো সেই লড়াইয়ে। এ কারণেই ইসরায়েল এবার এগার লাখ বেসামরিক নাগরিককে দ্রুত গাজা ছাড়তে বলেছে। এরা গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে বসবাস করে। ইসরায়েল এবার সতর্ক করে বলেছে যুদ্ধ কয়েক মাস স্থায়ী হতে পারে। তারা রেকর্ড সংখ্যক ৩ লাখ ৬০ হাজার রিজার্ভ সেনাকে জড়ো করেছে। প্রশ্ন হলো ফিরে যাবার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ ছাড়াই কতদিন এটা অব্যাহত রাখতে পারবে ইসরায়েল।

জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা বলেছে গাজা দ্রুত 'জাহান্নামের গর্তে' পরিণত হচ্ছে। মৃত্যুর সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। জল, বিদ্যুৎ ও তেল সরবরাহ বন্ধ আছে। এখন মোট জনসংখ্যার অর্ধেকেই গাজা ছাড়তে বলা হচ্ছে।

সরকার ও সামরিক বাহিনী মনে করছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তাদের সাথে আছ বিশেষ করে পশ্চিমা নেতারা। এখন চিন্তা হলো অবস্থান সংহত করো, আমাদের হাতে অনেক সময় আছে, বলছিলেন ইসরায়েলের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা বিষয়ক সাংবাদিক ইয়সি মেলমান। কিন্তু দ্রুত হোক আর বিলম্বেই হোক যখন ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি আসবে তখনি ইসরায়েলের সহযোগী দেশগুলো এর মধ্যে হাত দিবে।

জিম্মিদের মধ্যে অনেকেই ইসরায়েলি। তবে এদের মধ্যে বিদেশী নাগরিকও আছেন অনেকে, যাদের অনেকের দ্বৈত নাগরিকত্ব আছে। এসব কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের এই অভিযানে অংশীদারিত্ব আছে।

প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ফরাসি ইসরায়েলি পরিবারকে আশ্বস্ত করে বলেছেন তাদের প্রিয়জনকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হবে। ফ্রান্স কখনো তার সন্তানকে পরিত্যক্ত রেখে আসে না। এই জিম্মিদের ভাগ্যও অনেকটা প্রভাব রাখবে সামরিক পরিকল্পনায়। ইসরায়েলের নেতাদের ওপর এজন্য অভ্যন্তরীণ চাপও আছে। আমির বার শালম ১৯৭২ সালের মিউনিখ অলিম্পিকের সময়কার ঘটনার সাথে তুলনা করেছেন। ওই সময় ফিলিস্তিনি বন্দুকধারীরা ইসরায়েলি অ্যাথলেটদের অপহরণ করেছিলো এবং নিহত হয়েছিলো ১১ জন। সে সময় ওই হামলার সাথে জড়িত সবাইকে হত্যার জন্য অপারেশন পরিচালনা করা হয়েছিলো।

তার মতে সরকার এবারও অপহরণের সাথে জড়িত সবাইকে ধরতে চায়। জিম্মি সবাইকে উদ্ধার করাটা হয়তো ইসরায়েলের এলিট ইউনিট সায়েরেত মাতকাল এর কমান্ডোদের সক্ষমতার প্রমাণ দিবে।

হামাস অবশ্য ইসরায়েল হামলা করলে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে জিম্মিদের গুলি করে হত্যার হুমকি দিয়েছে। ২০১১ সালে ইসরায়েল হামাসের হাতে পাঁচ বছর আটক থাকা গিলাড শালিত নামে একজন সেনার বিনিময়ে ১ হাজার বন্দীকে মুক্তি দিয়েছিলো।

কিন্তু এখন বড় সংখ্যায় বন্দীদের ছাড়তে ইসরায়েলকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হবে। কারণ এর আগে মুক্তি পাওয়াদের একজন হলেন ইয়াহিয়া সিনওয়ার, যিনি এখন গাজায় হামাসের বড় রাজনৈতিক নেতাদের একজন।

স্থল অভিযানের সময় ও ফলাফলকে আরও একটি বিষয় প্রভাবিত করতে পারে। তাহলো ইসরায়েলের প্রতিবেশীদের প্রতিক্রিয়া। মিশরের কাছ থেকে দাবি ক্রমশ বাড়তে পারে। গাজার সাথে দেশটির সীমান্ত আছে। তারা ইতোমধ্যেই রাফাহ সীমান্ত ক্রসিং দিয়ে মানবিক সহায়তা দেয়ার জন্য চেষ্টা করছে। ইসরায়েলের ইন্সটিটিউট ফর ন্যাশনাল সিকিউরিটি স্টাডিজের অফির উইন্টার বলছেন, গাজায় ইসরায়েলি সামরিক অভিযান যত বাড়বে, মিশরও তত বেশি চাপে পড়বে এটা প্রমাণের জন্য যে তারা ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেনা।

অন্যদিকে ইসরায়েলের উত্তর সীমান্ত লেবাননের সাথে এবং সেটিও এখন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। হেজবুল্লাহর সাথে কয়েকটি সংঘর্ষ ইতোমধ্যেই হয়েছে। তবে তারা নতুন করে যুদ্ধ ঘোষণা করেনি।

ইরান, হেজবুল্লাহর প্রধান পৃষ্ঠপোষক, অবশ্য নতুন ফ্রন্ট খোলার হুমকি দিয়ে রেখেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনও এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন কোন দেশ বা সংগঠন যদি চলতি পরিস্থিতির সুবিধা নেয়ার চিন্তা করে তাদের প্রতি তার একটি শব্দ 'করবেন না'। যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমানবাহী রণতরী ইতোমধ্যেই পূর্ব ভূমধ্যসাগরে পাঠানো হয়েছে।

ইসরায়েল গাজা এবং এর উপকূলীয় এলাকার আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করে পাশাপাশি সীমান্ত দিয়ে কারা যাতায়াত করবে ও কী ধরনের পণ্য প্রবেশ করতে পারবে তা তদারকি করে।

যদি হামাস ব্যাপকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে তাহলে প্রশ্ন উঠবে যে তার জায়গায় কী হবে। ইসরায়েল ২০০৫ সালে তার সামরিক বাহিনী ও হাজার হাজার বসতি স্থাপনকারীকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়েছিলো গাজা উপত্যকা থেকে এবং দখলদার বাহিনী হিসেবে সেখানে ফিরে যাওয়ার পরিকল্পনা তাদের নেই। অফির উইন্টার মনে করেন ক্ষমতার পালাবদল ক্রমশ ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে সেখানে ফিরিয়ে আনার পথ তৈরি করবে। হামাস তাদের ২০০৭ সালে বিতাড়িত করেছিলো। এই কর্তৃপক্ষ এখন পশ্চিম তীরের একাংশ পরিচালনা করে। তার মতে মিশরও আরও বাস্তববাদী প্রতিবেশীকে স্বাগত জানাবে।

গাজার ধ্বংস হওয়া অবকাঠামো আবারো আগের মতো পুনঃনির্মাণ করতে হবে। ইসরায়েলে হামাসের হামলার আগে গাজায় প্রবেশে বেশ কড়াকড়ি ছিলো। এখন ইসরায়েল আরও বেশি কড়াকড়ি আরোপ করতে পারে। গাজায় বড় ধরনের নিরপেক্ষ এলাকা তৈরির আহবান আসছে। শিনবেত সিকিউরিটি সার্ভিসের সাবেক একজন প্রধান ইয়োরাম কোহেন বলছেন প্রায় দু কিলোমিটারের ' দেখা মাত্র গুলির' এলাকাটি প্রতিস্থাপন করতে হবে। তবে যুদ্ধের ফল যাই হোক না কেন, এবারের মতো হামলা যেন আর কখনো না হয় সেটিই নিশ্চিত করতে চাইবে ইসরায়েল।

বাড়ছে ঘৃণা ছড়ানো, তাই 'এক্স' ছাড়ল বর্ণবাদবিরোধী সংস্থা

বার্লিন (এজেন্সী) ঃ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম 'এক্স' (সাবেক টুইটার) থেকে বেরিয়ে এলো জার্মানিতে বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সরকারি সংগঠন। এক্স ইলন মাস্কের নিয়ন্ত্রণে আসার পর থেকে এই যোগাযোগমাধ্যমে বেড়েছে হেট স্পিচ বা ঘৃণা ছড়ানো মন্তব্য, জানায় তারা।

জার্মান বর্ণবিদ্বেষবিরোধী সংস্থা ফেডারেল অ্যান্টি ডিসক্রিমিনেশন এজেন্সি বা এফএডিএ বুধবার জানিয়েছে যে এক্স-এ সাম্প্রতিক সময়ে হেট স্পিচ 'ব্যাপকভাবে' বেড়েছে। বিশেষ করে টেসলার প্রধান ইলন মাস্ক সাবেক টুইটার বা এক্সের মালিকানা পাবার পর থেকে লক্ষণীয়ভাবে বেড়েছে এই মাধ্যমে বিদ্বেষপূর্ণ, ঘৃণা ছড়ায় এমন মন্তব্য।

বুধবার একটি বিবৃতি দিয়ে এফএডিএ জানায় যে বিশেষ করে লিঙ্গরূপান্তরকামী ও সমকামীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের প্রচার দেখা যাচ্ছে এক্সে। সাথে, এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বর্ণবাদী, ইহুদিবিদ্বেষী ও অন্যান্য সমাজবিরোধী আচরণ, জানায় তারা।

তাদের মতে, ''এক্স আর আগের মতো নিরাপদ পরিবেশ দিচ্ছে না।''

এজেন্সির কমিশনার ফেরদা আটামান বলেন যে অন্যান্য দেশের সরকার ও সরকারি সংস্থাদের ভেবে দেখা উচিত, তারা এমন একটা প্ল্যাটফর্মে থাকতে চান কি না, যা 'গুজব ছড়াবার ময়দানে' পরিণত হয়েছে। প্ল্যাটফর্মটিকে নিরাপদ করতে এই খাতে আরো বিনিয়োগ দরকার, বলেন আটামান। কিন্তু সেটা জনতার করের কতটা সঠিক ব্যবহার হবে, সে বিষয়ে সন্দিহান তিনি।

শনিবার হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি সেনার আক্রমণ শুরু হবার পর থেকেই স্যোশাল মিডিয়া ভরে ওঠে ভুয়া খবর, গুজব ও নকল ছবিতে।

জার্মান রাজনীতিকরা এখন পর্যন্ত এক্স ছেড়ে বেরিয়ে আসার পক্ষে নন, কারণ এই প্ল্যাটফর্ম যত দ্রুত মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারে, তার বিকল্প এখনও নেই।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, যেমন অর্থ, স্বরাষ্ট্র বা পররাষ্ট্র, তাদের এক্স বা টুইটার হ্যান্ডেল চালু রেখেছে। খোদ জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজ বা জার্মান সরকারেরও রয়েছে আলাদা এক্স হ্যান্ডেল। মঙ্গলবার ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন জানায় যে, তারা সহিংসতাকে আশকারা দেয় এমন কন্টেন্টের পাশাপাশি ভুয়া খবর নিয়ে ইলন মাস্ককে সতর্ক করেছে। ইইউ'র ইন্টারনাল মার্কেট চিফ থিয়েরি ব্রেটন এক্সকে একটি চিঠিতে 'সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের' সাথে যোগাযোগ করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে পদক্ষেপ নেবার কথা বলেন। এক্স জানায়, এই সব বিষয়ে তারা ইতিমধ্যেই কাজ শুরু করেছে ও পদক্ষেপ নিয়েছে।